উন্মাদ

আষাঢ়ে মূল্য ২০ টাকা

২৩৫

Study Abroad

Australia, UK, Malaysia, USA, Canada, Singapore...

TPNL

The Professional Network Limited

(Previously Known as Gesa Bangladesh)

Sheba House (Ground Floor), Plot # 34, Road # 46
Gulshan 2, Dhaka 1212. Tel: 9863242
Mobile: 01711 32 32 55, 01911 808 808
e-mail us at: info@tpbd.net

www.tpbd.net

অগাস্ট ২০০৮

উন্মাদ BanglaPdfBoi.com

এই সংখ্যার ঘ্যানর ঘ্যানর

●একটি টিভি সাক্ষাৎকার ●আইরন ঘ্যান ঘ্যান ●ওয়েলকাম টুন
●অপুষ্টি চক্র ●কয়েকটি দুর্ঘটনা ●অন্যান্য রেগুলার রাবিশ...

এবং ইস্‌পিশাল পামিস্ট্রি ফর্মা!

প্রথম প্রকাশ - মে ১৯৭৮

অব্যাহত সংগ্রামের কিংবা প্রকাশনার ৩ দশক (চলছে... চলবে...)!

উন্মাদ মাসিক স্যাটায়ার ম্যাগাজিন / রেজিঃ নং - ডিএ ৬১২ / অগাস্ট ২০০৮
১৯৪/৪ ফকিরাপুল, ১ম লেন (২য় তলা), ঢাকা - ১০০০, ফোন: ৮৩৩১২৫১
habibunmad@yahoo.com ● unmadmag@yahoo.com

প্রকাশক / সম্পাদক

আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

প্রশাসন

প্রধান নির্বাহী
সাজ্জাদ কবীর

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান

সহকারী উন্মাদক
মারুফ রেহমান

কম্পিউটার উপদেষ্টা
জুননুনুর রহমান

জনসংযোগ উন্মাদক
মেহেদী হাসান খান

বিদেশ প্রতিনিধি
(আছেন কোন ভাই? থাকলে জায়গায় বসে আওয়াজ দেন!)

আর্ট ডিভিশন

নির্বাহী উন্মাদক
মেহেদী হক

সহযোগী উন্মাদক
শাহরীয়ার শরীফ
তারিক সাইফুল্লাহ

সহকারী উন্মাদক
নাসরীন সুলতানা মিতু
সৈয়দ রাশাদ ইমাম (তন্ময়)

ওবায়েদ, শিখা, সাদিয়া, মিনার *(গানের এলবাম আসছে!)*, **তূর্য, রুদ্র, ফয়সাল মাহমুদ, নুর আলম জিকু, জারীফ**

রাইটিং ডিভিশন

নির্বাহী উন্মাদক
অনিক খান

সহযোগী উন্মাদক
ওয়াহিদ ইবনে রেজা
বন্দনা কবীর

সহকারী উন্মাদক
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ
স্পন্দন চৌধুরী

অর্পন দাশ গুপ্ত, মাকামে মাহমুদ

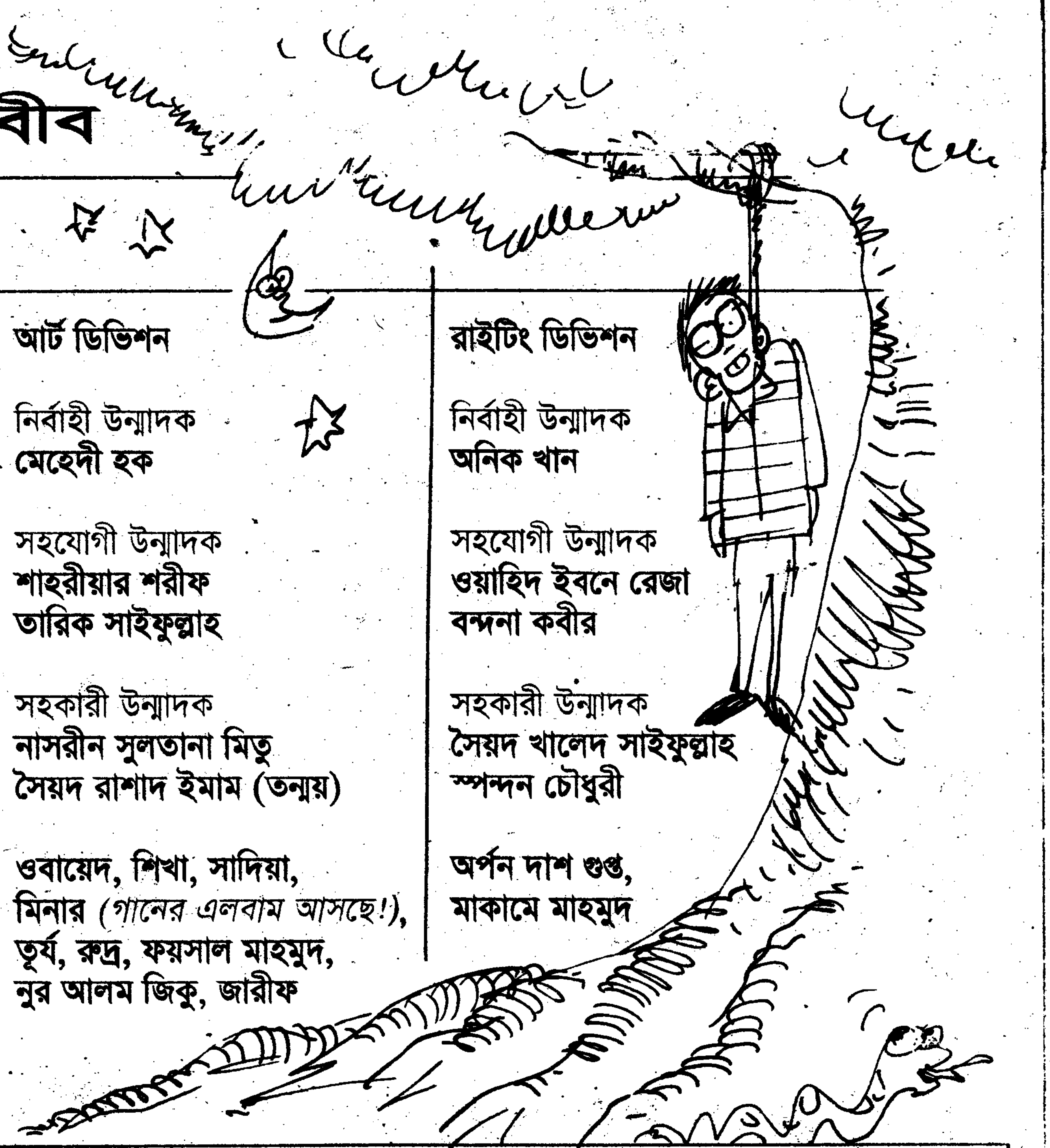

ওল্ড ইজ গোল্ড
ইলিয়াস খান, কাজী তাপস, আজিজুল আবেদীন, রোমেন রায়হান, হাসান খুরশীদ রুমী, মিজানুর রহমান কল্লোল

সকল প্রকার যোগাযোগঃ ০৩৭৭২০০৫০৬৬

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের কিংবা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে, লেখায় বা ছড়ায়, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোনভাবে মিল খুঁজে পেলে তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতালীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোনকিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গণ্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক / প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোনক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার!!

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক / প্রকাশক ঃ ইস্তেয়াক হোসেন, কাজী খালিদ আশরাফ

HUB eBazaar

মাছ, মাংস, শাক-সব্জী - সব কিছুই এখন ইন্টারনেটে

www. hvbebazaar.com

~~মাস্টি কার্টুন~~ মাস্ট বিজ্ঞাপন!!

আগামী সংখ্যাই ঈদ সংখ্যা!!

তুরন্ত বেগে কাজ চলছে! বর্ধিত কলেবরে বের হতে যাচ্ছে!!

উন্মাদ ঈদ সংখ্যা

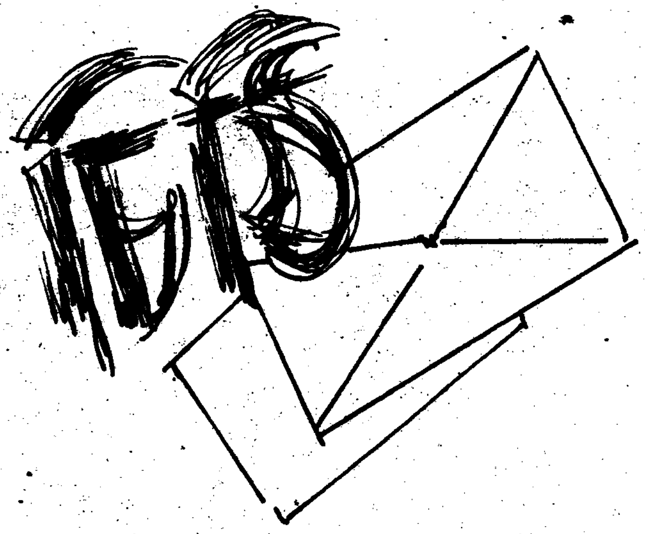

মতামতের জন্য কম্পোজিটার আর প্রূফ রিডার (যদি থাকে) দায়ি!!

ছেলে হোক মেয়ে হোক বিষয়ক একটি আইডিয়া

১৯৯০ - ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ঠ!

২০০০ - ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ঠ!

২০০৮ - ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সুসন্তানই যথেষ্ঠ!

২০২০ - ছেলে হোক মেয়ে হোক একটিই. নাহলে আরো ভাল!

২০৩০ - বিয়ে না করলে আরো ভাল!!

দূরদানা গিয়াস
ঢাকা।

০০

ভাই ব্রাদাররা কেমন আছে আপনারা ?

আলহামদুলিল্লাহ যাক আপনার উত্তর পাইলাম। মাশাল্লাহ এতো বড় রিপ্লাই দিলেন ???... হা হা হা প্রথমে কিছু রিয়েল লাইফ জোক পাঠাচ্ছি ...

১. একব : আমার কিছু ফ্রেন্ডরা স্যারের বাসায় আড্ডা দিচ্ছিলাম। তো 'আমেরিকান পাই' নিয়ে কথা হচ্ছিল তো একটা ফ্রেন্ড বলে আমি 'আমেরিকান পাই' বানাচ্ছি তুই নায়কের রোলে এ্যাকটিং করবি ? ও বলে অবশ্যই যদি তোর বোন নায়িকার রোল করে...হা হা হা!

২. একবার আমি আর আমার এক ফ্রেন্ড লিফটে করে নামছিলাম তো আমাদের সাথে যে আরেক ফ্রেন্ড এর মা আর বোন ছিল সেটা আমি খেয়াল করি নাই। তো আমি আমার ফ্রেন্ডরে বলি যে 'সাকিব (ওর নাম) তো আজকে নীলক্ষেত যেতে হবে পারবে না। ওর নাকি টাকা শেষ হয়ে গেছে।' এখানে বলা ভাল যে ও অনেক ভদ্র থাকতো তো ওর বাসায় জানতো না যে ও এতদূর যায় পরে যে ওর বাসায় কি হয়েছিল সেইটা আর কইলাম না... হা হা হা !!

ভায়া আরো অনেক বিব্রতকর মজার কাহিনী কার্টুন এর আইডিয়া আছে সেগুলা মনে করে লিখে পরে মেইল করে দিব ...

বায়জিদ
ঢাকা।

০০

গ্রেট মাকামে মাহমুদ !

সেদিন আপনাদের শো রুমে গিয়ে ছিলাম। প্রথমেই দেখি সুদর্শন এক ছেলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। আমি দূর থেকে খেয়াল করে দেখি ছেলেটি গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ছে। প্রথমে ভাবলাম সে বোধহয় কোন ম্যাগাজিন পড়ছে পড়ে বুঝলাম সে পড়াশুনা করছে। ভাল লাগল দৃশ্যটি দেখে। পরে তার সাথে পরিচয় হল । তার নাম মাকামে মাহমুদ। সে উন্মাদের সেল সেন্টারের দায়িত্বে আছে। সে এবার এস এস সিতে এ প্লাস পেয়েছে। আমি কিছু জিনিস কিনলাম তার থেকে। সে দেখলাম আমার থেকে পাঁচ টাকা কমও রাখল (জিপিএ ৫ পেয়েছে বলেই বোধহয়) । ভাল লাগল ছেলেটিকে। উন্মাদকে ধন্যবাদ মাকামে মাহমুদ এর মত ছেলেকে উন্মাদ সেল সেন্টারের দায়িত্ব দেয়ার জন্য।

মোহম্মদ মকিম
গোরান , ঢাকা।

০০

কাজ করতে চাই

আমি উন্মাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি কিছুই পারি না। না ছবি আঁকতে না লিখেতে। বাসায় আমাকে সবাই 'ডিজাস্টর বয়' বলে ডাকে, কারণ আমি নাকি শুধু ডিজাস্টর করি। এখন আপনারাই বলুন আমাকে উন্মাদে কাজ করতে দিবেন? না দিলে কিন্তু উন্মাদ অফিসে এসে ডিজাস্টর করে দিব !

ডিজাস্টর বয়
পুরান ঢাকা। (নতুন উন্মাদ)

০ ওয়েল কাম ডিজাস্টর বয় ।

এস এস সি তে গোল্ডেন ৫ পাওয়া মিরপুর আইডিয়াল গার্লস ল্যাবরেটরী স্কুলের সায়েন্সের ছাত্রীরা। (তারা সবাই উন্মাদ পড়ে বলে গুজব আছে ... !!)

জনাব উন্মাদক,

আমি আপনার প্রকাশিত 'উন্মাদ' পত্রিকার একজন ভক্ত। একজন পুরাতন ভক্ত। তবে কতটা পুরাতন তা বলতে পারব না। আমার মনে পড়ে যে উন্মাদটি পড়েছিলাম সেটির প্রথম ফিচার ছিল বিটিভিতে প্রচারিত নাটক ' অয়ময়' এর কার্টুন ফিচার ' এ্যাও ম্যাঁও'। ঐ সংখ্যাটি অবশ্য আমার বড় ভাই পুরাতণ কাগজের দোকান থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। তবু ঐ সংখ্যাটি ছিল আমাদের পরিবারে উন্মাদের প্রথম পদার্পণ এবং আমাদের কাছে উন্মাদের মুখে খড়ি। ঐ সময় থেকে এখনো আমাদের ঘরে উন্মাদ নিয়মিত আসছে। বর্তমানে আমাদের পরিবারের বড় ছোট সহ সবাই এর একনিষ্ট ভক্ত। জনাব, কিছুদিন আগে উন্মাদ পাঠক ফোরাম গঠন করা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি বিভিন্ন সমস্যার জন্য ঐ ফরম পুরণ করে পাঠাতে পারি নি। তাই আমার অনুরোধ আপনারা যদি আমার মত একজন পাঠক ফোরামের সদস্য হতে ইচ্ছুক এমন একজনের ফরম ছাপান তাহলে এই অধম আপনাদেরই মত একজন পূর্ণাঙ্গ উন্মাদে পরিণত হতে পারি।

নিবেদক

শফিকুলইসলাম (সুমন)
খেজুরবাগ, কেরানী গঞ্জ
ঢাকা-১৩১০

০০

উন্মাদ,

ভাইজান নিশ্চয়ই ভাল আছেন। আশা করি ঈদও ভালভাবে কাটাইছেন। আমার একখান কথা ছিল। আপনিতো এখন ছাব্বিশ বছরে পা দিলেন। বিয়ের কথা কিছু ভাবছেন? না আইবুড়াই থাকবেন। জানেন তো কবি বলেছেন ' বয়স ছাব্বিশ , পোলাডা তখন খবিশ' তা এই ছাব্বিশ বছর পার হইলেই বিয়া করতে হইব আপনার। কোন এক উন্মাদিনীরে বিয়া করলেই আপনার মাথায় গোবরের পরিমান বৃদ্ধি পাইব ফলে নতুন নতুন সব আইডিয়া পাইবেন। আমি একজন উন্মাদীনিরে আপনার লাইগা পছন্দ করছি। সামনের দুইখানা দাঁত আপনার দাঁতগুলার মত। একবারে খাপে খাপ, ময়জুদ্দির বাপ। আইজ রাখি। আরেকদিন কথা কমুনে। আল্লাহ হাফেজ।

পুণঃ-

[দোস্ত কেমন আছিস ? হেমায়েতপুর থেকে ফিরেই তোর কথা মনে পড়ল। উন্মাদ ঈদ সংখ্যার কভার পেজে দেখলাম তোর পাখা গজিয়েছে। দেখিস আবার বেশি উড়তে যাস না। পাখা ভেঙ্গে যেতে পারে। তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস যে হেমায়েতপুর থেকে কিভাবে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলাম। সেখানে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তারা আমাকে রাখতে রাজি হয় নি। কারণ আমি হলাম বউ (বদ্ধ উন্মাদ) যার পাগলা গারদে কোন স্থান নেই। বউ হবার দরুন কেউ আমাকে চাকরী দিতে রাজী নয়। কিন্তু তুই যে দিবি সেটা আমি একবারে কনফার্ম। কারণ উন্মাদে উন্মাদ চিনে। ঠিক আছে কাল পরশুর মধ্যেই তোর পত্রিকা অফিসে আমি আসব এবং চাকরীতে জয়েন করব। ভাল থাকিস এবং আমি যেন ভাল থাকি সে দোয়া করিস। আল বিদা।]

নাজমুস সাকিব
দক্ষিন চর্থা, কুমিল্লা।

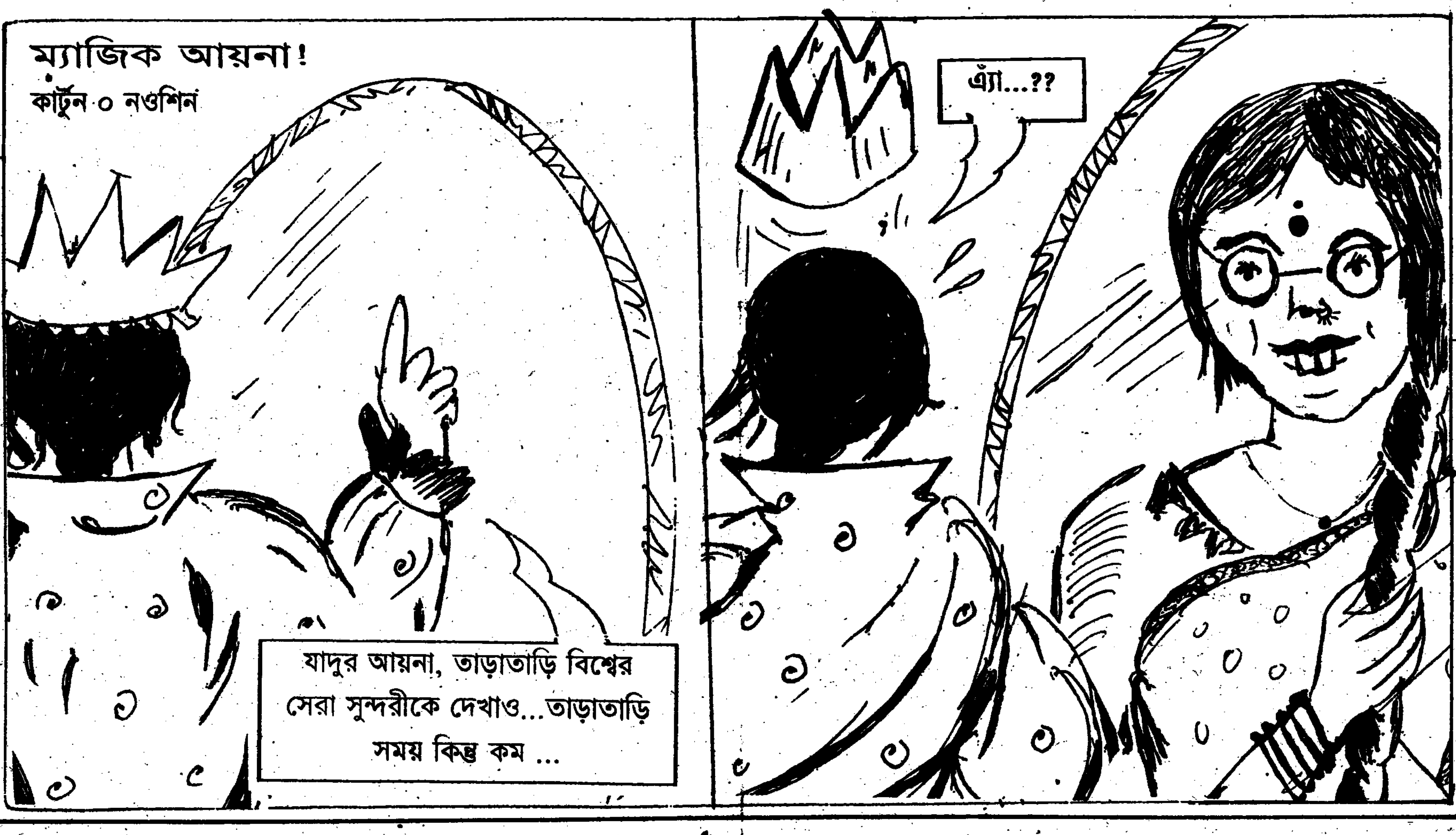

উন্মাদ

YOUR ULTIMATE AUTO MAGAZINE

আয়োজিত

কার্টুন প্রশিক্ষণ কোর্স!

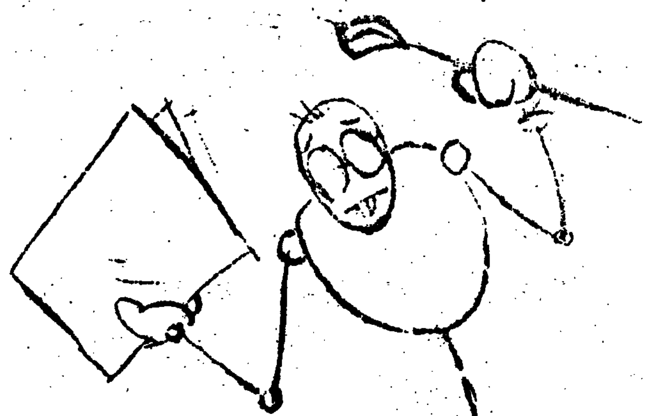

আপনি একজন পেশাদার কার্টুনিস্ট হতে চান ?

তাহলে যোগাযোগ করুন...

অটোলাইন

বাড়ি # ৭১(নতুন), সড়ক # ৯/ অ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯.

বাড়ি # ৮২৮(পুরাতন), সড়ক # ১৯ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯.

ফোন-০৬৬৬২৬১০৭৫৮, ০১৭১৪০৭০৬৪৬

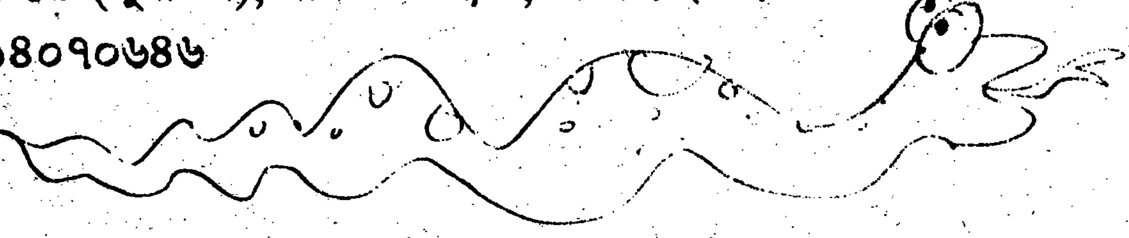

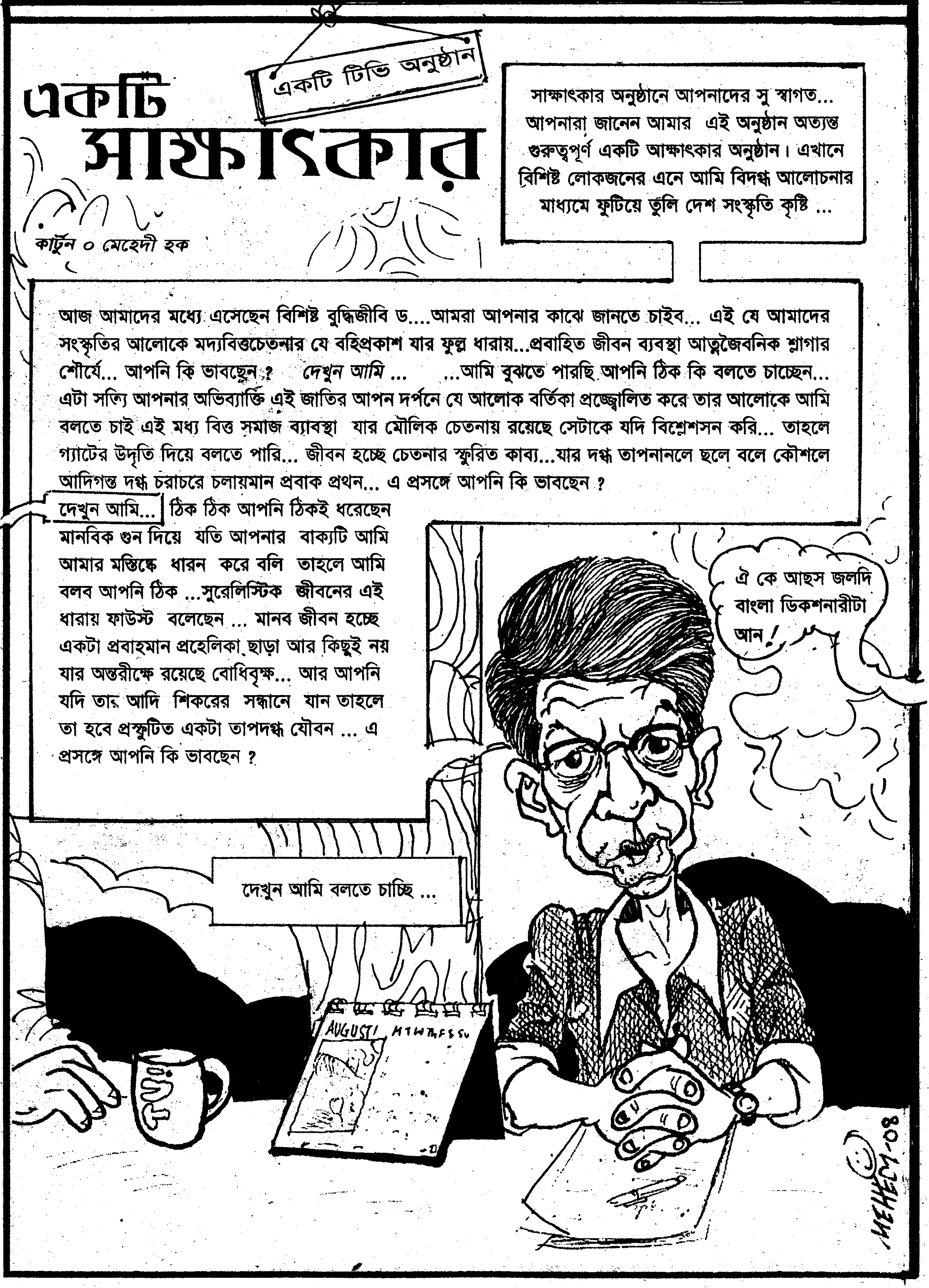
একটি টিভি অনুষ্ঠান
একটি সাক্ষাৎকার
কার্টুন ০ মেহেদী হক
সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আপনাদের সু স্বাগত... আপনারা জানেন আমার এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আক্ষাৎকার অনুষ্ঠান। এখানে বিশিষ্ট লোকজনের এনে আমি বিদগ্ধ আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলি দেশ সংস্কৃতি কৃষ্টি ...
আজ আমাদের মধ্যে এসেছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ড....আমরা আপনার কাঝে জানতে চাইব... এই যে আমাদের সংস্কৃতির আলোকে মদ্যবিত্তচেতনার যে বহিপ্রকাশ যার ফুল্ল ধারায়...প্রবাহিত জীবন ব্যবস্থা আত্নজৈবনিক শ্লাগার শৌর্যে... আপনি কি ভাবছেন ? দেখুন আমি ... ...আমি বুঝতে পারছি আপনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন... এটা সত্যি আপনার অভিব্যাক্তি এই জাতির আপন দর্পনে যে আলোক বর্তিকা প্রজ্বোলিত করে তার আলোকে আমি বলতে চাই এই মধ্য বিত্ত সমাজ ব্যাবস্থা যার মৌলিক চেতনায় রয়েছে সেটাকে যদি বিশ্লেশসন করি... তাহলে গ্যাটের উদৃতি দিয়ে বলতে পারি... জীবন হচ্ছে চেতনার স্ফুরিত কাব্য...যার দগ্ধ তাপনানলে ছলে বলে কৌশলে আদিগন্ত দগ্ধ চরাচরে চলায়মান প্রবাক প্রথন... এ প্রসঙ্গে আপনি কি ভাবছেন ?
দেখুন আমি...
ঠিক ঠিক আপনি ঠিকই ধরেছেন মানবিক গুন দিয়ে যতি আপনার বাক্যটি আমি আমার মস্তিস্কে ধারন করে বলি তাহলে আমি বলব আপনি ঠিক ...সুরেলিস্টিক জীবনের এই ধারায় ফাউস্ট বলেছেন ... মানব জীবন হচ্ছে একটা প্রবাহমান প্রহেলিকা ছাড়া আর কিছুই নয় যার অন্তরীক্ষে রয়েছে বোধিবৃক্ষ... আর আপনি যদি তার আদি শিকরের সন্ধানে যান তাহলে তা হবে প্রস্ফুটিত একটা তাপদগ্ধ যৌবন ... এ প্রসঙ্গে আপনি কি ভাবছেন ?
ঐ কে আছস জলদি বাংলা ডিকশনারীটা আন !
দেখুন আমি বলতে চাচ্ছি ...
AUGUST
MTWTFSS
MEHEDI-08

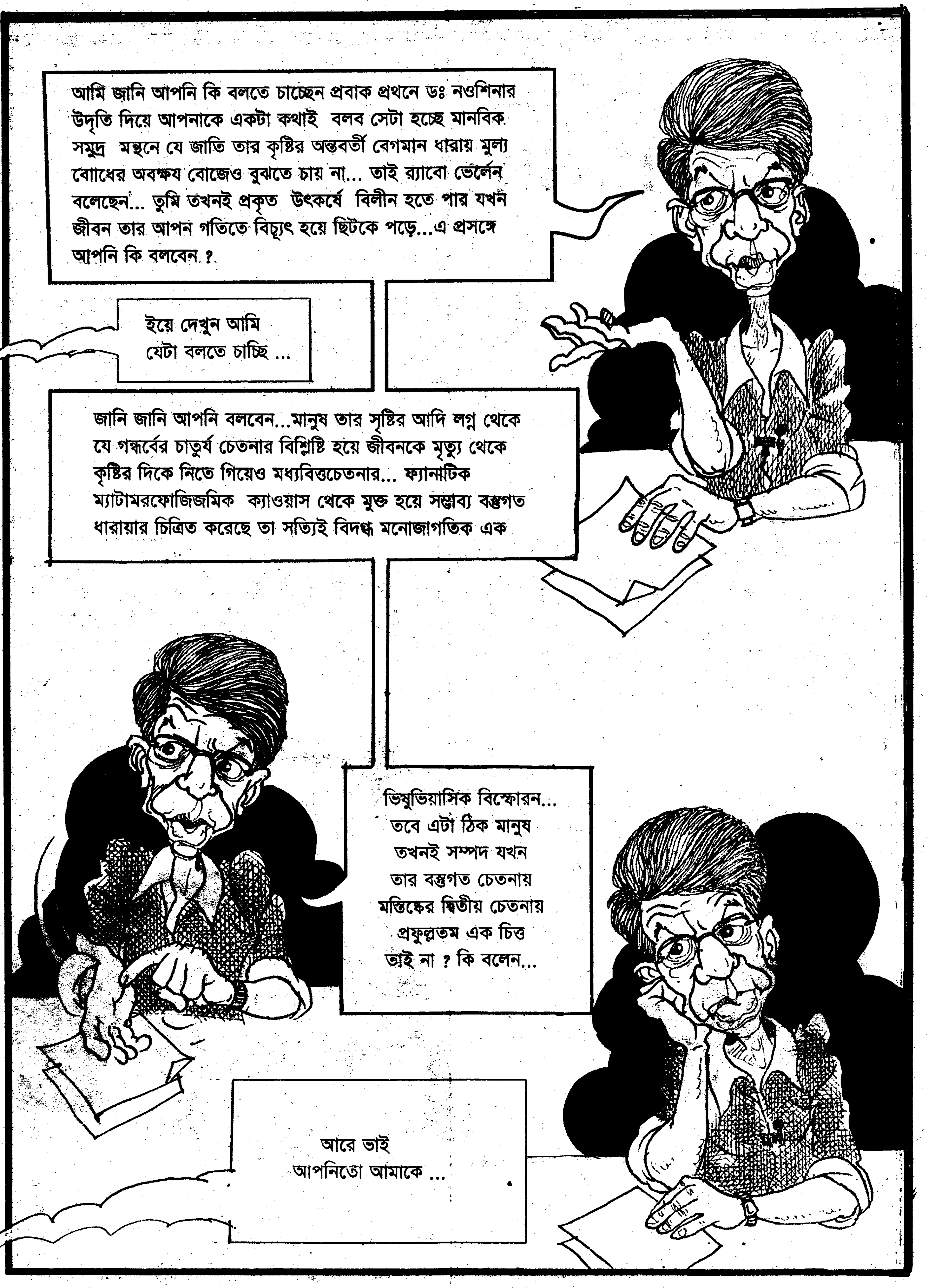
আমি জানি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন প্রবাক প্রথনে ডঃ নওশিনার উদৃতি দিয়ে আপনাকে একটা কথাই বলব সেটা হচ্ছে মানবিক সমুদ্র মন্থনে যে জাতি তার কৃষ্টির অন্তবর্তী বেগমান ধারায় মুল্য বোোধের অবক্ষয বোজেও বুঝতে চায় না... তাই র‍্যাবো ভের্লেন বলেছেন... তুমি তখনই প্রকৃত উৎকর্ষে বিলীন হতে পার যখন জীবন তার আপন গতিতে বিচ্যুৎ হয়ে ছিটকে পড়ে...এ প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন ?
ইয়ে দেখুন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ...
জানি জানি আপনি বলবেন...মানুষ তার সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে যে গন্ধর্বের চাতুর্য চেতনার বিশ্লিষ্টি হয়ে জীবনকে মৃত্যু থেকে কৃষ্টির দিকে নিতে গিয়েও মধ্যবিত্তচেতনার... ফ্যানাটিক ম্যাটামরফোজিজমিক ক্যাওয়াস থেকে মুক্ত হয়ে সম্ভাব্য বস্তুগত ধারায়ার চিত্রিত করেছে তা সত্যিই বিদগ্ধ মনোজাগতিক এক
ভিসুভিয়াসিক বিস্ফোরন... তবে এটা ঠিক মানুষ তখনই সম্পদ যখন তার বস্তুগত চেতনায় মস্তিষ্কের দ্বিতীয় চেতনায় প্রফুল্লতম এক চিত্ত তাই না ? কি বলেন...
আরে ভাই আপনিতো আমাকে ...

আমি জানি আপনাকে বলতে বললেই আপনি বলবেন। এই জাতি তার কৃষ্টি তার সংস্কৃতি তার আত্ম মর্যাদা বোধ তার শ্লোগান মোহিত বেদনার যে ফল্গু ধারা তা সত্যিই বুকের গভীরে গিয়ে আত্মশ্লাঘার সৃষ্টি করে তা বিদীর্ণ করে আজ আমাদের উচিৎ মানবিক মূল্য বোধের প্রবাক প্রথনে প্রকৃষ্ঠ হয়ে প্রবৃষ্ট হয়ে যাওয়া কেননা পাজরের গভীরে যে লুক্কায়িত বোধ তা প্রকাশিত হওয়া দরকার। কেননা এই চেতনা এই আত্মদগ্ধ ব্যাকুল পৃথিবী ... মানুষকে কি দিয়েছে আপনাকে আমাকে কি দিয়েছে? প্রহেলিকাময় এক অনাঘ্রাত অহসিকায় পর্যবেশিত হয়ে আমরা তাই বলি... কি বলি এবার প্লিজ আপনিই বলুন,কারণ এইঅনুষ্ঠানে আপনিই প্রধান আলোচক
আমি বলতে চাচ্ছি...
আমি জানি আপনি সেই আগের কথাটিই বলবেন আর সে কারণেই আমিও বলবো ...
সেই বিখ্যাত বাক্যটি যে বাক্যটি আমাদরচিরন্তন জীবন চেতনায় ব্যাখ্যাতীত এক অতীতের সন্থধান দেয় যে অতীত তার গাতি হারিয়ে বেগমানভবিষ্যতের দিকে প্রজ্জোলিত হয়ে বলে ' মানুষ তষনই সোচ্চার যখন মানুষ তার হৃদয়ের ফানুষে উদ্বেলিত হয়েবলে ছলে বলে কৌশলে... তুমিই ...হ্যাঁ তুমিই সেই গার্বেজ যে উন্মাদীয় চেতনায় বলে ... এই সবাক বেদনার অন্তেষ্ঠিক্রিয়ার ছলনায় না ভুলে বলতে হবে মানুষ মানুষের জন্য সেই ব্যাকল চেতনা থেকে উজ্জিবিত হয়ে প্রথমত যে রেনেসা যুগের সৃষ্টি হয়েছিল তার আত্ম বিশ্লেষন আজ অত্যাবশ্য-কিয় নইলে এই মানুষ জাতি নারী দাড়ি শাড়ি নির্বিশেষে আমরা পাগলের মত পাগলা গারদের দিকে ছুটে গিয়ে বুঝবো যে...জীবন হচ্ছে প্রাক্কালিত এক সৌজন্য সংখ্যা উন্মাদ...কেউ দেয় না পড়ে না কিনে না ... আর তাই ভল্টেয়ারের উদৃতি দিয়ে বলতে চাই...এই পৃথিবীর যা কিছু প্রবাকীয় প্রথন যা বিশ্লেষিত হয়ে মরুময়দগ্ধচেতনার দিকে ধাবমান। তাই না আপনি কি বলেন ... ?
এ্যাঁ ??
দেখুন ভাই আপনি ...আগে আমারে বরফ দেন মাথা ঠান্ডা করি। তারপর দুইটা ইয়ার লক দেন। কানে লাগামু... আর যাওয়ার ভাড়া দ্যান জলদি...

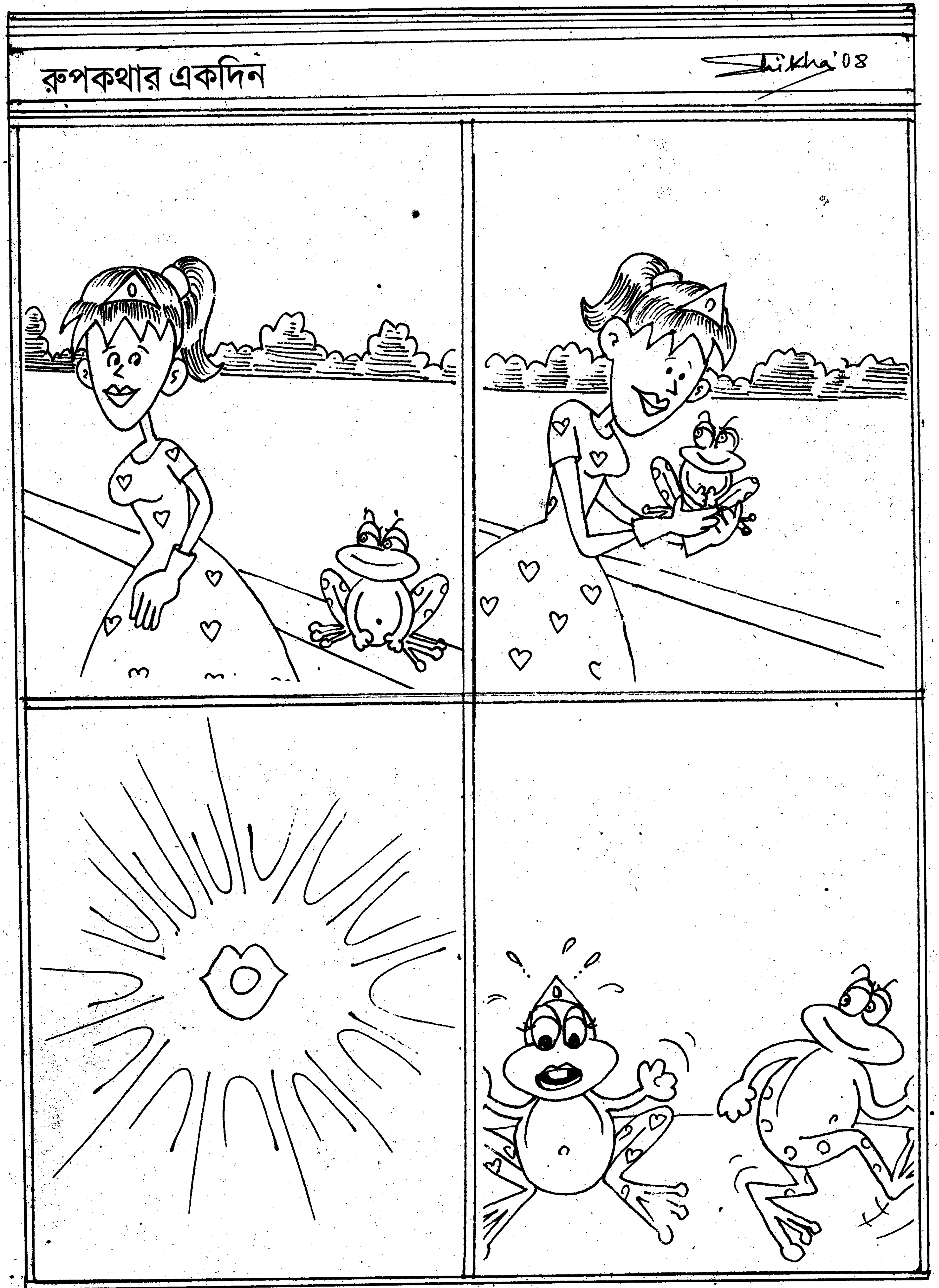
রূপকথার একদিন
Shikha '08

আয়রন-ঘ্যান ঘ্যান ম

এই ফিচারের দায়ভার:
শাহরীয়ার শরীফ
তারিক সাইফুল্লাহ

দোস্ত, দোয়া রাখিস অস্ত্র প্রদর্শনী করতে যাচ্ছি...
হু, আমেরিকান হওয়ার মজাই এটা! আমরা করি প্রদর্শনী আর অন্যরা করলে হয় বিশ্ব হুমকি!
আচ্ছা, আমরা ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে যাচ্ছি কোথায়?
আর কোথায়? মেয়েদের সাথে যেভাবে ফিল্ডিং মারছ এখন তোমার জন্য আফ-গানিস্তানই ভালো যায়গা...
যাক, টনি নাই। এই চান্সে আমি চুলের টনিক বানায়া নেই...
তোমার বুকে এটা কিসের কানেকশন দিচ্ছ?
আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেছে তাই বুকের পেসমেকার থেকেই...
আমি হইলাম ফিল্মের সাব ভিলেন...(বস, মাথায় ডায়ালগ আসছে না)।
চাচা মিয়া, আমাকে বাঁচাতে এতো কিছু করছেন কেন?
কে বলছে আমি তোমাকে বাঁচাচ্ছি? আমিতো আমার টাক ঢাকার গোপন টনিক বানাচ্ছি!
একি! তোমার বুকে হেড লাইট কেন?
এইটা হেড লাইট না, চেস্ট লাইট...যে হারে লোড শেডিং হচ্ছে ইদানিং!
পালাবি কোথায়? ইয়া...ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা!
ঠ্যা...ঠ্যা... মানে? ঠ্যাক দিবা? লাভ নাই আমি আয়রন ম্যান

কি ব্যাপার টনি? তুমি চাকার উপর বসে আছ কেন?
বাস ভাড়া যে হারে বেড়েছে তাতে করে ঠিক করলাম আয়রন ম্যান না হয়ে চাকা ম্যান হলেই লাভ!
হায় হায়! টেস্ট ফ্লাইং করতে গিয়ে নতুন গাড়িটা তুবড়ে দিলাম? ...(বস, মাথায় ডায়ালগ আসছে না)
কেদো না টনি, ওড়াউড়ি করতে গিয়ে একটু চোট তো পাবেই...
আরে ব্যথায় কাদছিনা...পত্রিকায় দেখেছ লোহার দাম বেড়েছে কত?
WHO IS THE IRON MAN?
একি টনি! মৃত্যুর মুখদর্শন করার পরও তোমার জুয়ার নেশা গেল না?
দোস্ত, লোহা কিনতে কিনতে আমি ফতুর হয়ে গেছি তার উপর পেট্রোল খরচ! জুয়া না খেলে উপায় আছে?
একি! বদমাশ সায়েন্টিস্ট গুলি আমার ইউনিফর্মও দেখি টেকোমাথা করেছে!
.নাহ, পেট্রোল বাদ দিয়ে ইউনিফর্মটাকে সিএনজি চালিত করে ফেলি...
তালেবানের দল তোদের খতমে তবে ফিরব...
আয়রন ম্যান, সাবধানে লেজার আমরা কিন্তু

পিপারপট, টাক ঢাকার কৌশল আমি বের করে ফেলেছি...
আর এদিকে আমি তোমার সব তথ্য চুরি করে ল্যাপটপটাকে টেকো বানালাম তার কি হবে?
হায় হায়! সিএনজি শেষের সিগন্যাল দিচ্ছে...কিন্তু নিচে তো দেখছি সিএনজির জন্য বিশাল লাইন!
শোন স্টেন, স্টেনগান দিয়েও গুলি করলেও আমার এই চেস্ট লাইটের কারনে কিচ্ছু হবে না...
তাই নাকি ? তাহলে একটা স্বরচীত গান শুনাই...পিড়ীতের বন্ধুরে ভুতা দা দিয়া কাইট্টালা...
পাইছি...সিএনজি গ্যাসের খনি পাইছি!
গর্দভ ওখানে বায়োগ্যাস প্রকল্পের কাজ হচ্ছে...
এ্যাঁ...! তাই নাকি ? বায়োগ্যাসতো সাথেই আছে!
হা হা হা! আমি আয়রন মঙ্গার! ওক! টয়লেট চাপছে মাগার এই ড্রেস খুলতে খুলতেই তো কর্ম সাবাড়!
একি! গাড়িটাকে এরকম করছ কেন?
আমার ইউনিফর্মের জ্বালানী শেষ, তাই গাড়ির পেট্রোলটুকু নিয়ে নিচ্ছি...
একি আমরা সবাই উন্মাদ হয়ে গেলাম কিভাবে ?..
আর কিভাবে এই ফিচার গোজা মিল দিয়ে বানাল যেভাবে!

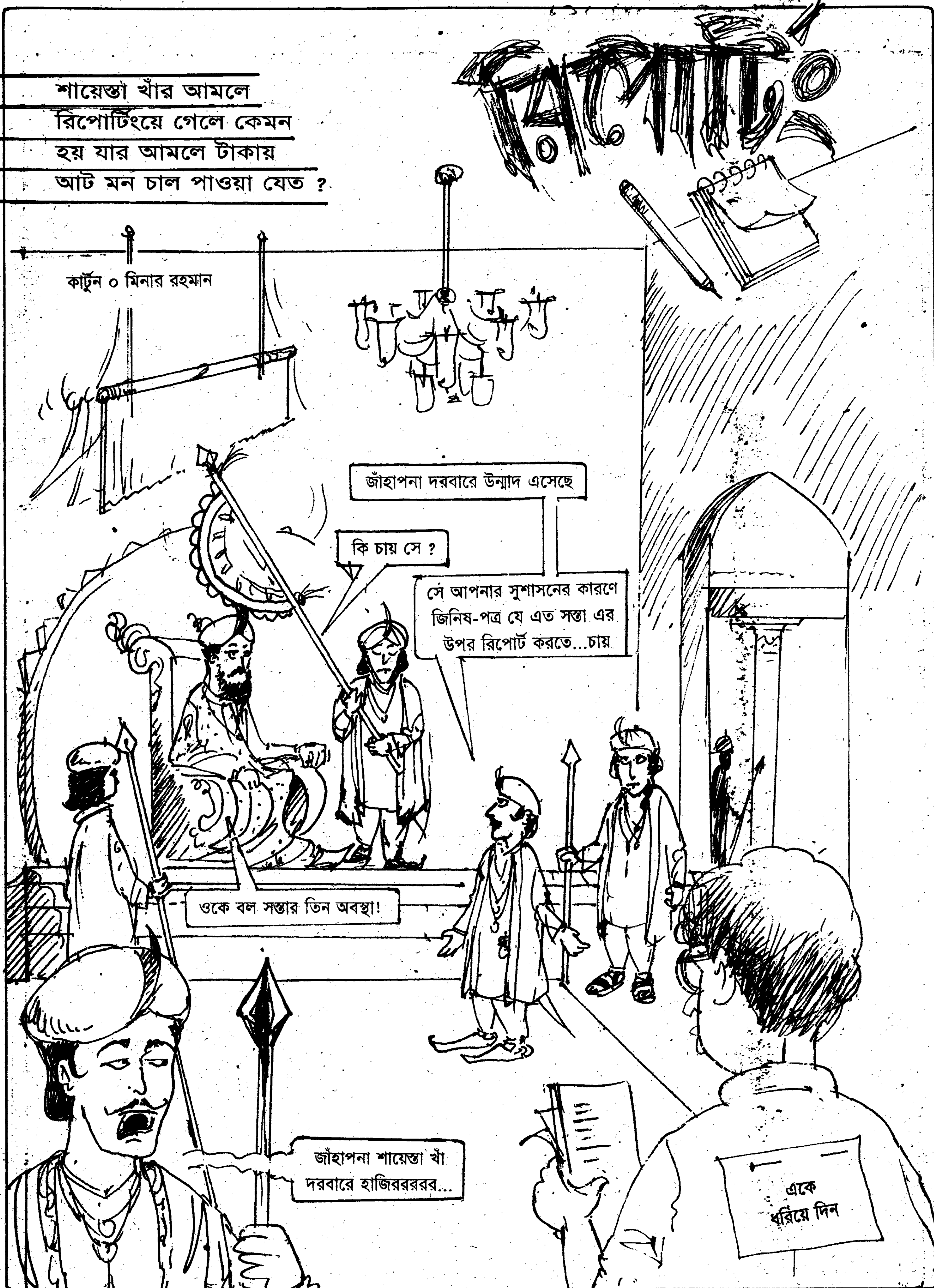
রিপোর্টিং
শায়েস্তা খাঁর আমলে
রিপোর্টিংয়ে গেলে কেমন
হয় যার আমলে টাকায়
আট মন চাল পাওয়া যেত ?
কার্টুন ০ মিনার রহমান
জাঁহাপনা দরবারে উন্মাদ এসেছে
কি চায় সে ?
সে আপনার সুশাসনের কারণে জিনিষ-পত্র যে এত সস্তা এর উপর রিপোর্ট করতে...চায়
ওকে বল সস্তার তিন অবস্থা!
জাঁহাপনা শায়েস্তা খাঁ দরবারে হাজিররররর...
একে ধরিয়ে দিন

এটা কেন বললেন জাঁহাপনা ?
তিন কি জাহাপনা ?
যেমন ধর তোমার উন্মাদ সস্তা ৫৬ পৃষ্ঠা মাত্র বিশ টাকা... এক অবস্থা, হাসি নাই। দুই অবস্থা, যেই দেশী নিউজপ্রিন্ট, হাতে নিলে চুলকানী খাউজানি... তিন...
আরে তাও বুঝলানা তিন... মানে সোজা ডাস্টবিন!!
খামাকা আমারে মারলেন পিন...
বাহ ভাল মিলাইছ, ওরে কে আছ ওরে বাজার ঘুরায়া দেখাও সব কত সস্তা!
সত্যি বস্তা বস্তা সব কত সস্তা! এই যে তেল...পানির দর, যেন পানি
সত্যি কি ফানি!
ভাইজান আমার টাইম মেশিনে কিছু চাইল-ডাইল উঠায়া দেন না। ঢাকায় নিয়া বেচি
মাথা নষ্ট
শুনে পাইলাম কষ্ট
বেজায়গায় পার্ক করেছে! রেকারে আটকাও ওটাকে!
TIME MACH

ঐ দেখেন পুকুর ভরা মাছ।
আশে পাশে ঐগুলা কি গাছ ?
ঐগুলা মাগাছ
মানে?
মানে মাছ+গাছ =মাগাছ
মানে গাছেও ধরে মাছ
এখানে দেখছি চাপাও বেশ সস্তা!
ঐ উন্মাদকে কর বন্দি
সে এখানে এসে আইডিয়া করছে চুরি
এইটা আবার কোন ফন্দি ?
জাঁহাপনা তার অপরাধ?
চুরিতে নাই তার জুরি...
রিপোর্টিংয়ের নামে আইডিয়া চুরির জন্য
তোমাকে সর্বোচ্চ নব্বই দিন অথবা
তিনমাস সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হল!
কারাগারে আমাকে
কি শ্রম করতে হবে ?
শ্রমের মর্যাদার উপর
একটা বই লিখতে হবে!
আমি বন্দি কারাগারে...আছিগো মা
বিপদে বাইরের মিসকল আসে না...

রিং টোনে ইচ্ছে মত সুন্দর সুন্দর গান দেয়া যায়। কিন্তু রিং দেয়ার পর সেই গান যদি পরিবেশের সাথে খাপ না খায় ? তখন কেমন লাগবে? দেখুন সেই রকম কিছু দৃশ্যাবলী !!

হায় হায় ম্যানহোলে পড়ছি উঠতে পারতাছি না। উদ্ধারের জন্য ফোন দেই
ওয়েলকাম টুন...
আমায় ডেকোনা...
কি ব্যাপার এক ঘন্টা হয়ে গেল অপেক্ষা করছি মলি এখনো আসছে না কেন ? ফোন দেই মলিকে...
ওয়েলকাম টুন...
আজ দুজনার দুটি পথ দুটি দিকে গেছে বেকে ...
হেঃ পাগলামীর জন্য আমারে আটকাইছে! কতক্ষন আটকায়া রাখতে পারব ? দাড়াও মামুরে ফোন দেই । এহন দেখবা মামুর জোর...
ওয়েলকাম টুন...
আমি বন্দি কারাগারে আছিগো মা বিপদে বাইরের আলো চোখে দেখি না...

মগজ ধোলাই

সাজ্জাদ কবীর

রাজ রাজড়ার দিন গেছে অনেক আগেই, রাজকীয় ভাব কিন্তু যায়নি আজও। না না কোন পয়সাওয়ালা মানুষের আলিশান ভাব-সাবের কথা বলছি না, খোদ রাজা-গজাদের কথাই বলছি। সেই মুকুট ওয়ালা রাজা হয়তো নেই কিন্তু গদি আর গদিনশিন তো আছে। আর বিশেষ করে আমাদের দেশের হর্তাকর্তারা এক একজন থাকেন প্রায় আগের দিনের রাজা উজিরের হালে। 'আজ রাজা কাল ফকির' কথাটার উল্টো চল খুবই আছে আমাদের দেশে। যে কেউ চাইলে ভূরিভূরি উদাহরণ দেখানো যাবে। কারো কোটি টাকা দামের গাড়ি তো আবার কারো চিড়িয়াখানাওয়ালা বাগান বাড়ি। অথচ রাজনীতির শুরুতে কে কী নিয়ে এসেছিলো তার খতিয়ান নিলে চোয়াল ঝুলে যাবে। কেউ কেউ তো মাত্র দশ পনের মাসে ভোল পাল্টে ফেলেছেন। যেখানে ছিলো টিনের দোচালা, সেখানে এখন গ্রানাইড পাথরের আস্তর দেয়া ঝাঁ চকচকে বাড়ি। তো সেই সব বাড়ির মানুষদের ভাব-সাব তো রাজকীয় হবেই। গদিতে বসে তো আর ফকিরী হালে থাকা যায় না। তবে গদিতে না থাকলে কি থাকা যায়? মোটেও না, একবার এই অভ্যেস হয়ে গেলে আর ত্যাগ করার কোন উপায় নেই। তা তাকে দ্বীপান্তর দেয়া হোক আর অন্তরীণ করা হোক এ জীবনে আর তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার উপায় নেই। এ হলো আমাদের দেশের স্পেশাল নিয়ম-কানুন। এটা বোধ হয় তাদের জন্মগত অধিকার, একবার শুধু রাজ-খাতায় নাম লেখাতে পারলেই হলো আর কোন চিন্তা নেই। এরপর তস্কর বলে শাস্তি হোক বা উৎত্রাসনের দায়ে যদি দায়ী হয়ে থাকে তাতেও কিছু যায় আসে না। সেই অধিকারবলে আজীবন তারা আমাদের নানা উপদেশ দিয়ে যাবে, আর দেশের মঙ্গল চিন্তা করে করে পেরেশান হবে। আহারে যাদের জন্য এত পেরেশানি তারাই আবার সব সময় ক্ষিপ্ত থাকে ওনাদের উপরে। এ বড় অন্যায়, কিন্তু কী করা- উপকারীর উপকার কেউ মনে রাখে না, এ তো পুরানো কথা। তাইতো হর্তা-কর্তাদের এত সংরক্ষিত হয়ে চলাচল, চারদিকে নিরাপত্তার বেড়াজাল। পূরাণ কথা "তোমায় বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে" সেই কথা মনে করেই বোধ হয় আম জনতাকে এত ভয় তাদের।

তবে কেন যে তাদের জনতাকে এত ভয় তা আমি বুঝি না, আমাদের মত আম জনতার কি কিছু করার উপায় আছে ওনাদের মত পরাক্রমশালীদের। এই যে তারা ফি বছর ভোটের আগে নানা রঙের কথা বলে আমাদের হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে যায়, তারপর! সব যে কার সেই, নিজের গদির বলে যা কিছু করা যায় তাই করে যায়। ভোটের পর ভোটারদের কথা থোড়াই মনে রাখেন তাঁরা। প্রতিশ্রুতির কথা অনুযায়ী কিছু চাইতে গেলে কি হয় তা ভূক্তভোগিই জানে। এই বিষয়ে এক লোকের কথা মনে পড়ে গেলো। সে বেচারা এলাকার এক প্রভাবশালী লোককে টাকা ধার দিয়েছিলো। যে দিন টাকা ফেরত দেয়ার কথা সেদিন সে গেলো প্রভাবশালীর কাছে। কিন্তু যা হওয়ার তাই হলো,

বিফল হয়ে ফিরে এলো। প্রভাবশালী তাকে বিদায় করলো আরেক দিন আসতে বলে। সে কথা মত সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর আবার গেলো সেই লোকের কাছে টাকা আনতে। কিন্তু কিসের টাকা, প্রভাবশালীর টিকিই পেলো না, বিশেষ কাজে শহরে গেছে। আবার একদিন গিয়ে পেয়ে গেলো সেই লোককে। প্রভাবশালীতো মহা খাপ্পা

'যেদিন আসতে বললাম সেদিন না এসে আজ আসলে কেন?'

সে তো মহা ঘোরপ্যাঁচে, অনেক কষ্টে বোঝালো যে সেদিন সে এসেছিলো। প্রভাবশালীর গলা চড়লো

'বাজে কথা তুমি যদি এলেই তা আমার সাথে দেখা হলো না কেন?'

'আপনি তো সেদিন ছিলেনই না।'

'ছিলাম না মানে! আমার বাড়িতে আমি থাকবো না তো কে থাকবে?'

'কিন্তু আপনার লোকজন তো আমাকে বললো আপনি শহরে গেছেন বিশেষ কাজে।'

'ও হো এবার মনে পড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন আমি শহরে গিয়েছিলাম।'

'সেই জন্য আমি আজ এলাম।'

'তা ভালো করেছো, তোমাকে একটা সময় দেয়া যাক। না এলে তো সেটা দেয়া যেত না।'

'কিন্তু টাকা?'

'আরে বাবা টাকার কথাই তো বলছি, একটা সময় দিয়ে দিচ্ছি একদম সেই সময় আসতে হবে। আগে পরে হলো কিন্তু কী হবে আমি জানি না।'

তো সেই সময় অনুযায়ী সে লোক আবার গিয়ে হাজির প্রভাবশালীর বাড়িতে। কিন্তু আবার সমস্যা, বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ মেহমান এসেছে আজ দেখা হবে না। সে তো দিশেহারা, আজ তাকে যে করে হোক দেখা করতেই হবে। তা না হলে হয়তো টাকাই পাওয়া যাবে না। তার বার বার ঘ্যানাঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে তাকে নিয়ে গেলো ভিতরে। তাকে তো প্রভাবশালী দেখে মহা ক্ষেপে গেলো, 'আজ আমার ঘরে এত গুরুত্বপূর্ণ এক মেহমান আর তোমার আজকে দেখা না করলেই না।'

'কিন্তু বড় ভাই আপনি যে বলেছিলেন আজ না নিলে পরে কী হবে আপনি বলতে পারেন না।'

'ওহো, ভাই বলে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে না।'

'তাহলে কী করবো?'

'আজ তো ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছো। তুমি আরেক দিন আসো।'

'তাহলে কবে সেটা?'

'সেটা আমি তোমাকে জানাবো, আমি নিজেই তোমার টাকা পৌছানোর দায়িত্ব নিচ্ছি। তবে এ নিয়ে যদি আমাকে তুমি বিরক্ত করো তাহলে কিন্তু টাকা পাবে না।'

আজও সে টাকা পাওয়ার তারিখ পায়নি, আবার ওনার বাড়িতে যেতেও পারছে না পাছে বিরক্ত হন। যাকে বলে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে আছে।

তা এই হলো তাদের খাসিলত, এ বুঝতে বরং একটা ঘটনা শোনাই। আমার এক লেখক বন্ধু কোন এক সময় রাজনীতি করতেন। এমনকি তিনি একবার সংসদ সদস্যও হয়েছিলেন। আমি বললাম 'তাহলে তো আপনাকে "মহামান্য" জাতিয় ট্রিটমেন্ট দিতে হয়।'

তিনি বেশ বিনয়ের সাথে বললেন, 'সে পরিচয় যখন মুছে ফেলেছি তখন আর তার দরকার নেই।'

'মুছে ফেলার দরকার কী? আপনি পরিচয়ে "প্রাক্তন..." কথাটা জুড়ে দেন না কেন?"

তিনি হেসে ফেললেন, 'কি দরকার আগ বাড়িয়ে গালি খাবার।'

'কেন গালি খাবেন কেন?'

'ঐ পরিচয়টা শুনলেই আমাদের দেশের মানুষ কেমন যেন নাক মুখ সিটকিয়ে দু' পা সরে দাঁড়ায়।'

আড্ডার একজন বললেন 'ওনারা কিন্তু এক রকম ভাবে লোক জনের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবে?'

'সবাই তো দেশকে ভালো বেসেই এ লাইনে আসে, অন্তত মুখের বুলি তো তাই থাকে। দেশের লোকের চিন্তায় চিন্তায় দেহ-মন

জেরবার হয়ে যায়। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এদেশের মানুষকে সেবা করে যাওয়া।'

'তাতো বুঝলাম কিন্তু তাতে বদনাম সরবে কিভাবে?'

'বুঝলেন না! সহজে, যে যে রাজনীতি করবেন তারা সবাই স্বেচ্ছাসেবক টাইপ হবেন।'

'তাদের ঘর সংসার থাকবে না?'

'না থাকলেই ভালো হয়, মানে সন্ন্যাসীরা যেমন হয় আরকি।'

'সেটা সম্ভব হবে না, এই যুগে কি আর সন্ন্যাসী পাওয়া যায়!'

'তাহলে ধরেন একেবারে সন্ন্যাসী না, সংসার থাকবে, তবে খুব সাধারণ মানের জীবন, নিজেদের সম্পত্তি বলতে মধ্যবিত্ত মানুষের সংসার চালানোর মত থাকবে। চোখে পড়ার মত কোন সম্পত্তি বানাতে পারবে না তাহলে।'

'ওটা কোন বিষয় হলো, কোন নিকট আত্মীয়ের নামে ব্যবসা করে টাকা বানিয়ে ফেলবে।'

'সে চিন্তাও করেছি। কোন আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে নিকট আত্মীয় কেউ ওনার রাজনীতিতে নামার পর ওনার সাথে গভীর কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না...'

আমি তাড়াতাড়ি ওনাকে থামিয়ে বললাম, 'সাত মন ঘিও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। ও কথা বললে রাজনীতির মাঠ সাথে সাথে খালি হয়ে যাবে।'

'যাক, কেউ যদি সত্যিকারের সেবা করতে চায় সেই আসবে রাজনীতি করতে।'

যাই হোক ওনাকে বলার একটাই কথা ছিলো- বোকার স্বর্গে বাস করার কোন মানে হয় না। কিন্তু সব জায়গা সব কথা বলা যায় না বলে আলোচনা সেখানেই মুলতবি ঘোষণা করতে হলো। কোন লোক রাজনীতিতে নেমে যদি অবৈধ টাকা পয়সা কামায়, কারো পক্ষেই তার কিছু করা সম্ভব হবে না। তাকে তখন বাঁচাবার রাস্তা বের করে দেবে সেই পয়সাই, কেউ কিছু করতে পারবে না। আমরা ভাবি এ থেকে বাঁচাতে পারে আইন শৃঙ্খলার দপ্তর। কিন্তু কিভাবে! আমরা তো সব সময় পশ্চিমা দেশ থেকে উদাহরণ টানি সেখানকার মানুষদের সাক্ষী মানি। তাদের নিয়ম-কানুনই অনুসরণ করি। কিন্তু তাদের এক কাহিনী শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

এক বন্ধু গিয়েছিলো অস্ট্রেলিয়ায়, আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে। সেখান থেকে এসে নানা রকম গল্প করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানকার আইন-কানুনের অবস্থা কেমন তাই বলো।'

'ওখানে আইন খুব কড়া।'

সেটাই স্বাভাবিক, বললাম, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে!'

'আরে না যেরকম ভাবছো তার চেয়েও কড়া।'

'সে আবার কী রকম?'

'দেখলে বুঝতে পারতে।'

'তা দেখতে না পারি তোমার কাছেই শুনে দেখি।'

সে বেশ মুখটাকে সিরিয়াস ভঙ্গি করে বলতে শুরু করলো, 'ধর তোমার বাড়িতে কোন চোর ঢুকলো..'

'সাথে সাথে পুলিশ এসে হাজির হবে তাইতো?'

'আরে শোন আগে।'

'আচ্ছা বলো।'

'সেই চোর ঢুকে চুরি করে বের হওয়ার সময় যদি কোন কারণে আহত হয় তাহলে তুমি শেষ।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'মানে!'

'মানে আবার কি, সাথে সাথে তোমার নামে অভিযোগ হয়ে যাবে।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ, শুধু তাই না তোমাকে রীতিমত জরিমানা দিতে হবে।'

'জরিমানা!'

'জ্বি জরিমানাই শুধু না, সেই চোরের চিকিৎসা খরচ আদায় করা হবে তোমার কাছ থেকে।'

'ওরে বাবা এতো সাংঘাতিক বিপদ!'

'হ্যাঁ, আমার আত্মীয় আমাকে আরেক বাঙ্গালির ঘটনা বললো, প্রায় অবিশ্বাস্য।'

আমার অবশ্য মনে হলো পুরোই অবিশ্বাস্য। একবার এক চোর এসেছিলো এক বাঙ্গালির বাসায়। তা উনি টের পেয়ে গেলেন যে চোর এসেছে চুরি করতে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের দামী জিনিস-পত্র বের করে রাখলেন বাড়ির লনে। চোরকে যাতে কষ্ট করে ঘরের ভিতরে না ঢুকতে হয়। চোর একটু

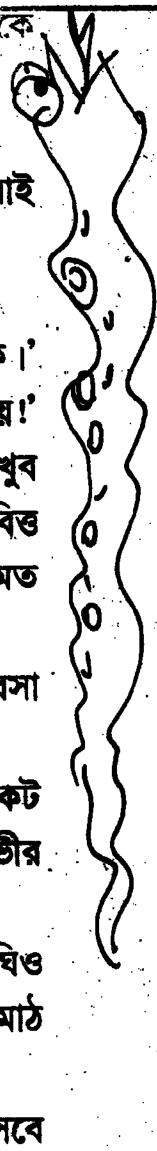

অবাক হলেও সেগুলো নিয়ে রওনা দিলো। কিন্তু গৃহকর্তা তখনো আতংকে আছেন। বেড়া ডিঙ্গাতে গিয়ে যাতে সমস্যা না হয় তাই একটা টুল এনে দিলেন। চোর চলে যাওয়ার পর ঘুমুতে গেলেন স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে।

তো যাই হোক আমরা বোধ হয় উপরের ঘটনা শুনে কিঞ্চিত খুশি হতে পারি। আমাদের দেশে এখনো এতটা শুরু হয়নি। তবে খুশিটা মনে হয় হলো এক কৃষকের মত। সেই কৃষকের আছে একটা গরু, আর তার প্রতিবেশীর দু'টো গরু। এক রাতে দু'জনেরই গরু চুরি হয়ে গেলো। পরদিন সকালে সবাই গোয়াল ঘরে ঢুকে হায় হায় করে উঠলো। কিন্তু একটু পরে উভয়ের ঘটনা যখন জানাজানি হলো তখন যার একটা গরু সে বেশ খুশি। কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেলো সে প্রতিবেশির কথা ভেবে খুশি হচ্ছে। কারণ তারতো মোটে একটা গরু চুরি হয়েছে পাশের জনের তো দু দু'টো।

তো এতো গেলো প্রতিকারের চেষ্টা। কিন্তু ঘটনা ঘটে গেলে পরামর্শের বিষয়ও তো থাকে। সেটা কিভাবে কী হয় তা বলে বোঝানোর চেয়ে একটা গল্প বলি। নেহায়েতই শোনা ঘটনা, কে জানে কতখানি...।

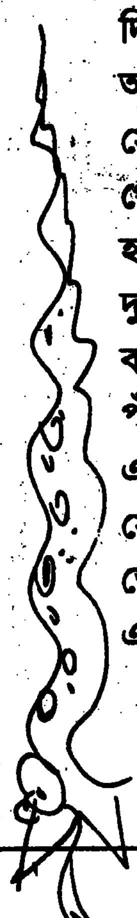

এক লোক আড়াই হাজার টাকা ধার দিয়েছে এক উকিলকে। এখন টাকা ধার নিলে তো ফেরত দেয়ার বিষয় আছে। সেই জন্য পাওনাদার উকিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন টাকা কবে ফেরত পাওয়া যাবে? তো উকিল তাকে একটা নির্দিষ্ট দিন বলে দিয়েছে টাকা ফেরত দেয়ার। সেই লোক তারিখ মতো উকিলের চেম্বারে গিয়ে হাজির হলো টাকা ফেরত নিতে। উকিল তাকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে বললো, 'বসেন এখনো তো বউনি হয়নি, হলেই আপনার টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

পাওনাদার আরও কিছুক্ষণ বসার পরও কোন মক্কেল এলো না। তখন অধৈর্য্য হয়ে উকিলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবো?'

উকিল তাকে বললো, 'আমার একটা পরামর্শ শুনবেন?'

না শুনে উপায় কি, পাওনাদার বললো, 'বলেন শুনি।'

'এক একটা দিন থাকে কুফা। কোন কাস্টমার আসে না, আজ মনে হচ্ছে সেই দিন। আমার পরামর্শ শুনলে আজ বাড়ি যান আগামীকাল আসেন।'

সে লোক কী আর করে সেদিনের মতো বিদায় নিলো। পরদিন যথারীতি গিয়ে আবার বসলো উকিলের চেম্বারে। আজ উকিল জানালো পুরানো এক মক্কেলের কাছে টাকা পায় সে টাকা নিয়ে আসছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে সে এলেই টাকা পেয়ে যাবে। এদিনও ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কোন লাভ হলো না। তখন বিরক্ত হয়ে উকিলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কী করতে বলেন?'

'আমার বুদ্ধি কি শুনবেন?'

'বলেন শুনি।' বিরক্ত পাওনাদার বলে।

'তাহলে আজ চলে যান, আমার সিক্স সেন্স বলছে সে লোক আজ টাকা নিয়ে আসবে না। আপনি বরং আগামীকাল আসেন।'

পাওনাদার পরের দিন আবার গিয়ে হাজির উকিলের চেম্বারে। এদিন যাওয়ার সাথে সাথে উকিল সাহেব তার টাকা দিয়ে দিলো। টেবিলের উপর টাকা রেখে বললেন, 'এই নেন আপনার টাকা।'

সে তো মহা খুশি। কিন্তু টাকা হাতে নেওয়ার আগেই টেবিল থেকে উকিল টাকাটা আবার তুলে নিলো। পাওনাদার অবাক হয়ে তাকালো। উকিল জানালো এটা হলো আমার ফিস্। গত দুই দিন আপনি আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন তার বাবদে তিন হাজার টাকা হয়। আপনি পরিচিত লোক বলে পাঁচ'শ কম রাখলাম।

এই ঘটনা গুলো হামান দিস্তায় পিষে যে হালুয়া তৈরি হবে সেটাই হলো আমাদের নিদান। সামনে আবার আসছে সেই ভোটাভুটির ফেরেস্তারা, নিজের তরী কী ভাবে সামলাবেন তা এখন থেকে ঠিক করেন।

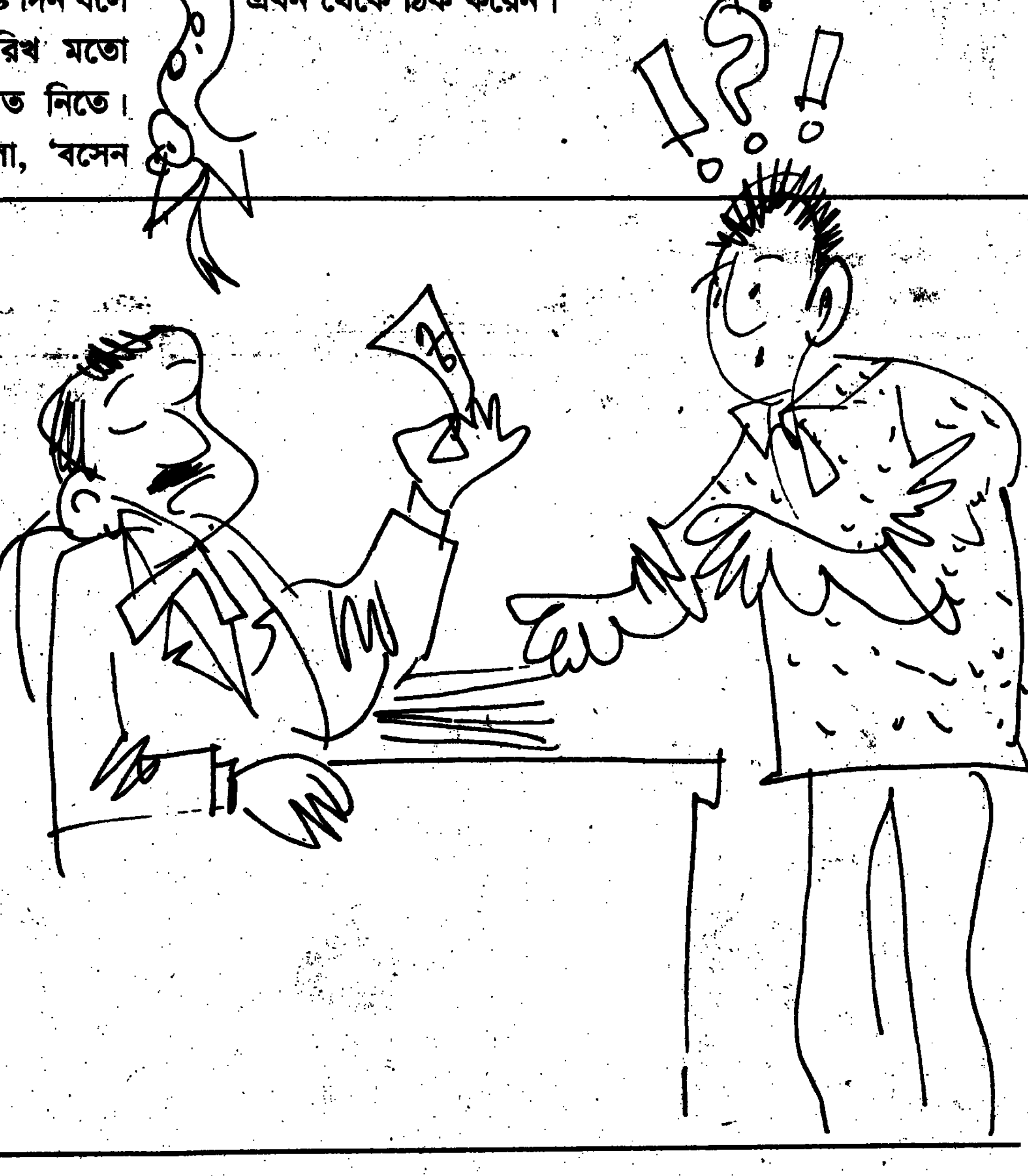

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভাবি একরকম আর হয় আরেকরকম ... আর দুই রকম মানে ভাবি এক আর হয় আরেক নিয়ে এই ডাবল ফ্রেম ফিচাররর... দেখুন আপনার জীবনের সাথে মিলে কিনা ... হে হে ...

কার্টুন শিখা

ভাবি এক! | হয় আরেক?

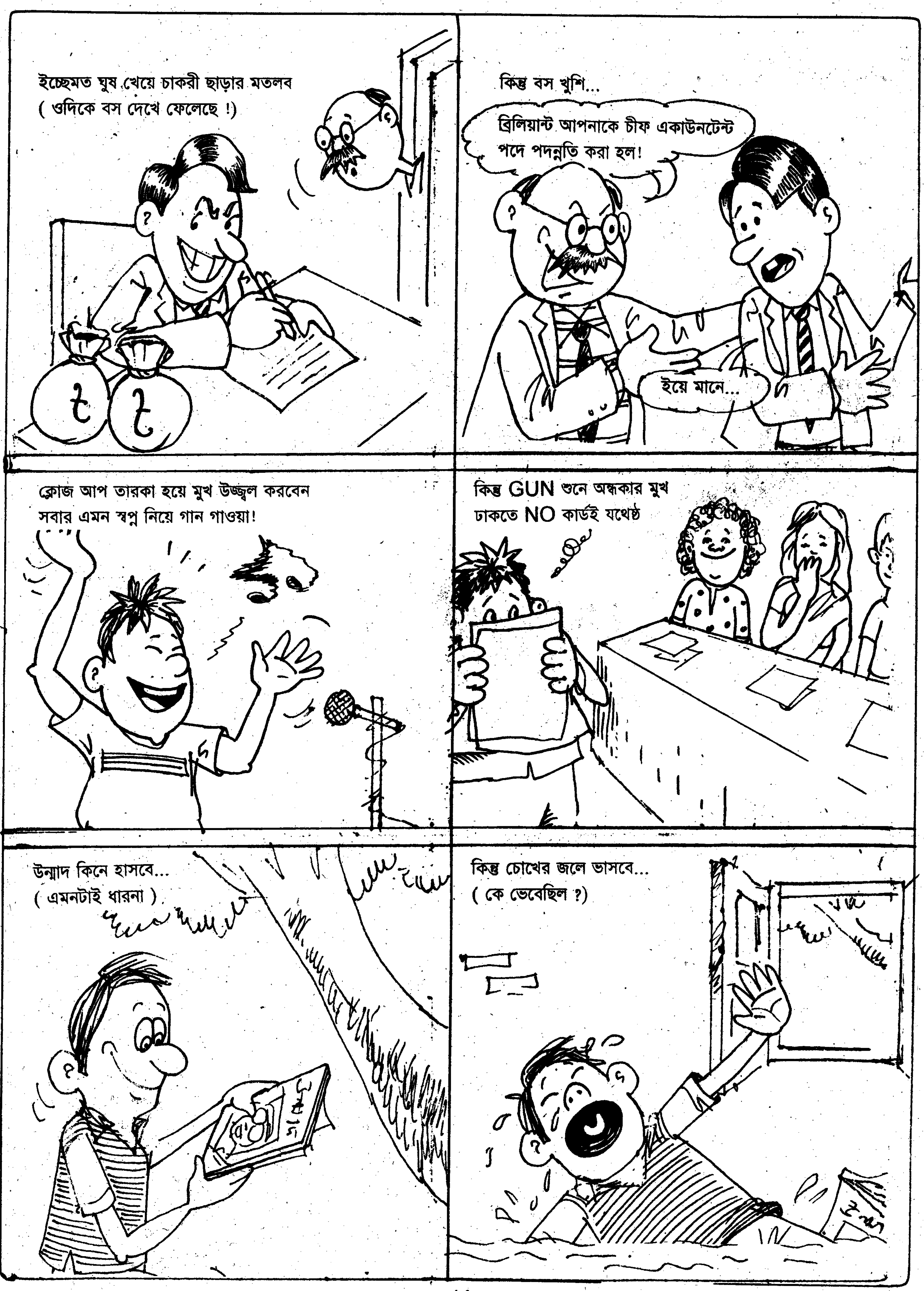
ইচ্ছেমত ঘুষ খেয়ে চাকরী ছাড়ার মতলব
(ওদিকে বস দেখে ফেলেছে !)
কিন্তু বস খুশি...
ব্রিলিয়ান্ট আপনাকে চীফ একাউনটেন্ট পদে পদন্নতি করা হল!
ইয়ে মানে...
ক্লোজ আপ তারকা হয়ে মুখ উজ্জ্বল করবেন
সবার এমন স্বপ্ন নিয়ে গান গাওয়া!
কিন্তু GUN শুনে অন্ধকার মুখ
ঢাকতে NO কার্ডই যথেষ্ঠ
উন্মাদ কিনে হাসবে...
(এমনটাই ধারনা)
কিন্তু চোখের জলে ভাসবে...
(কে ভেবেছিল ?)

কয়েকটি দূর্ঘটনা

কার্টুন ০ নূর আলম জিকু

দূর্ঘটনা-১

বৃষ্টির দিনে পথচারী পারাপারের আশেপাশে এ ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে। ব্রেক করলেও পিছলা রাস্তার কারণে চাকা স্কিড করে আপনাকে মহাশূন্যে জিরো গ্র্যাভিটির অনুভূতি দেয়!!

দূর্ঘটনা-২

স্ট্রাইপ শার্ট পরে রাস্তায় বেরুলে এ ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে। সবাই জেব্রা ক্রসিং মনে করে দিব্যি উপর দিয়েচলে যায়।

দূর্ঘটনা-৩
সাইকেল চালকরা নিজের দ্বিচাকাযানকে চার চাকা যান মনে করে রাস্তায় নামলে এবং সাইড না দিলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর শুরু হয়... গালির বিশ্বকোষ !!

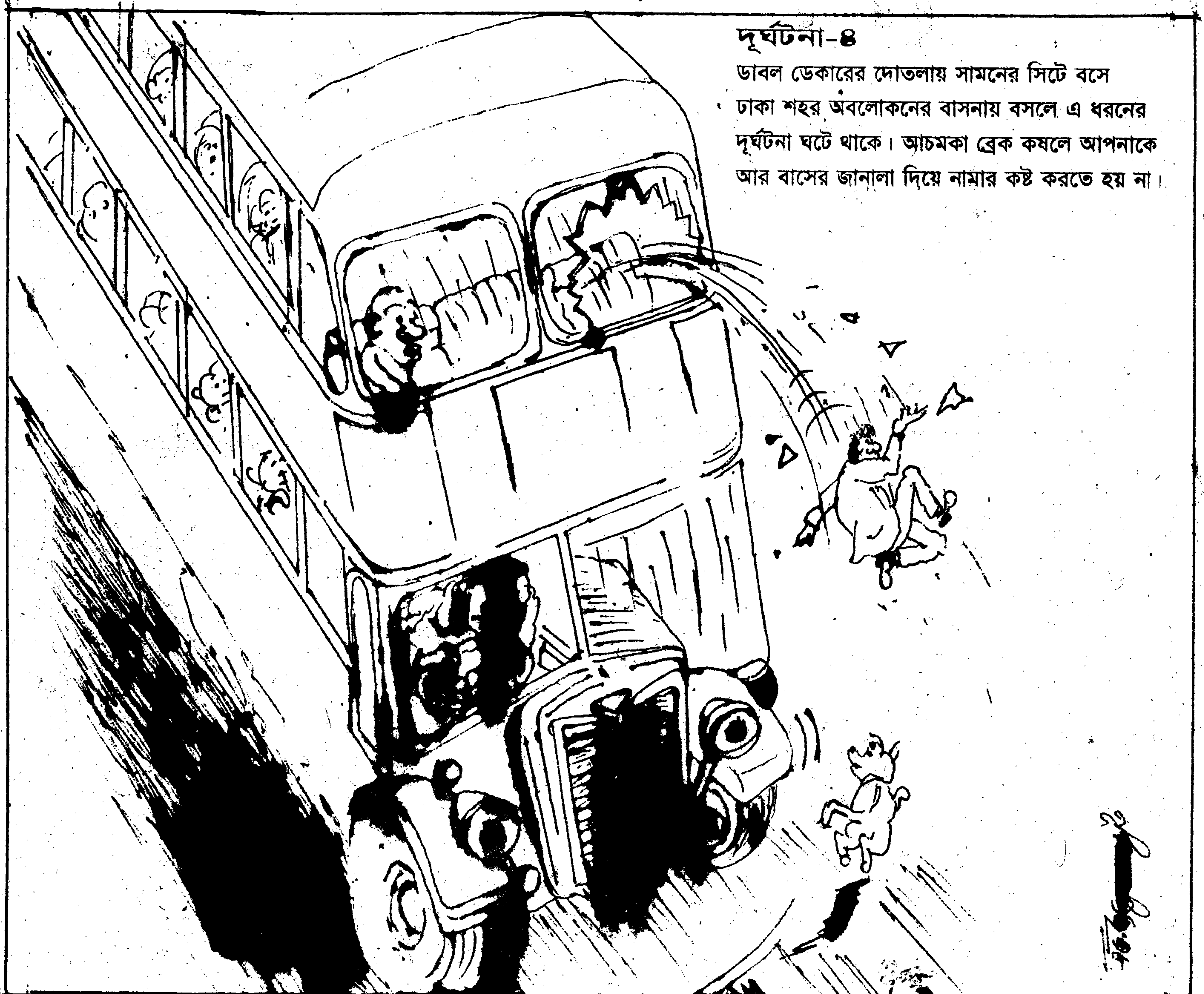
দূর্ঘটনা-৪
ডাবল ডেকারের দোতলায় সামনের সিটে বসে ঢাকা শহর অবলোকনের বাসনায় বসলে এ ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে থাকে। আচমকা ব্রেক কষলে আপনাকে আর বাসের জানালা দিয়ে নামার কষ্ট করতে হয় না।

দাম্পত্য জীবনের একদিন

০ ফয়সাল মাহমুদ

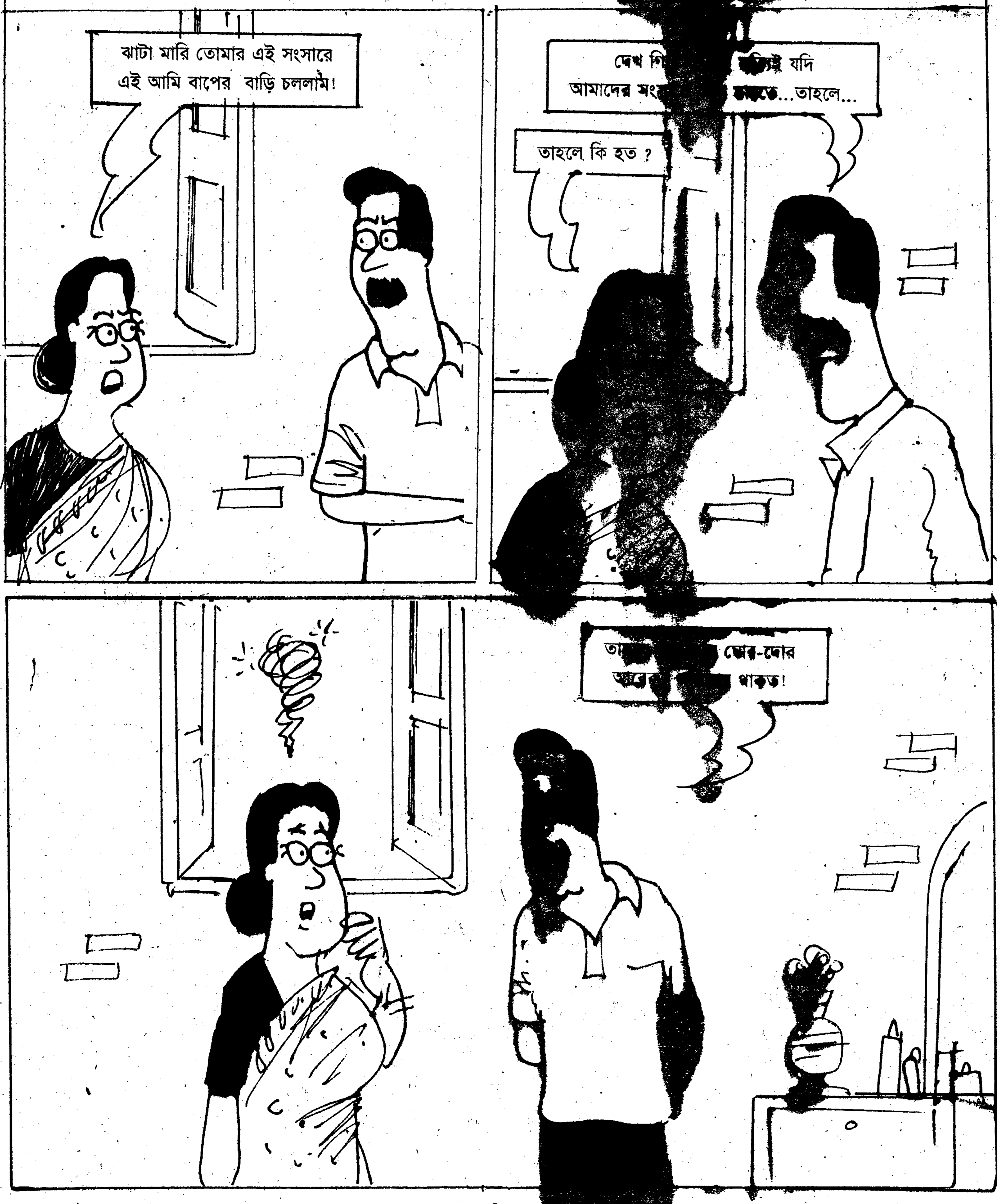

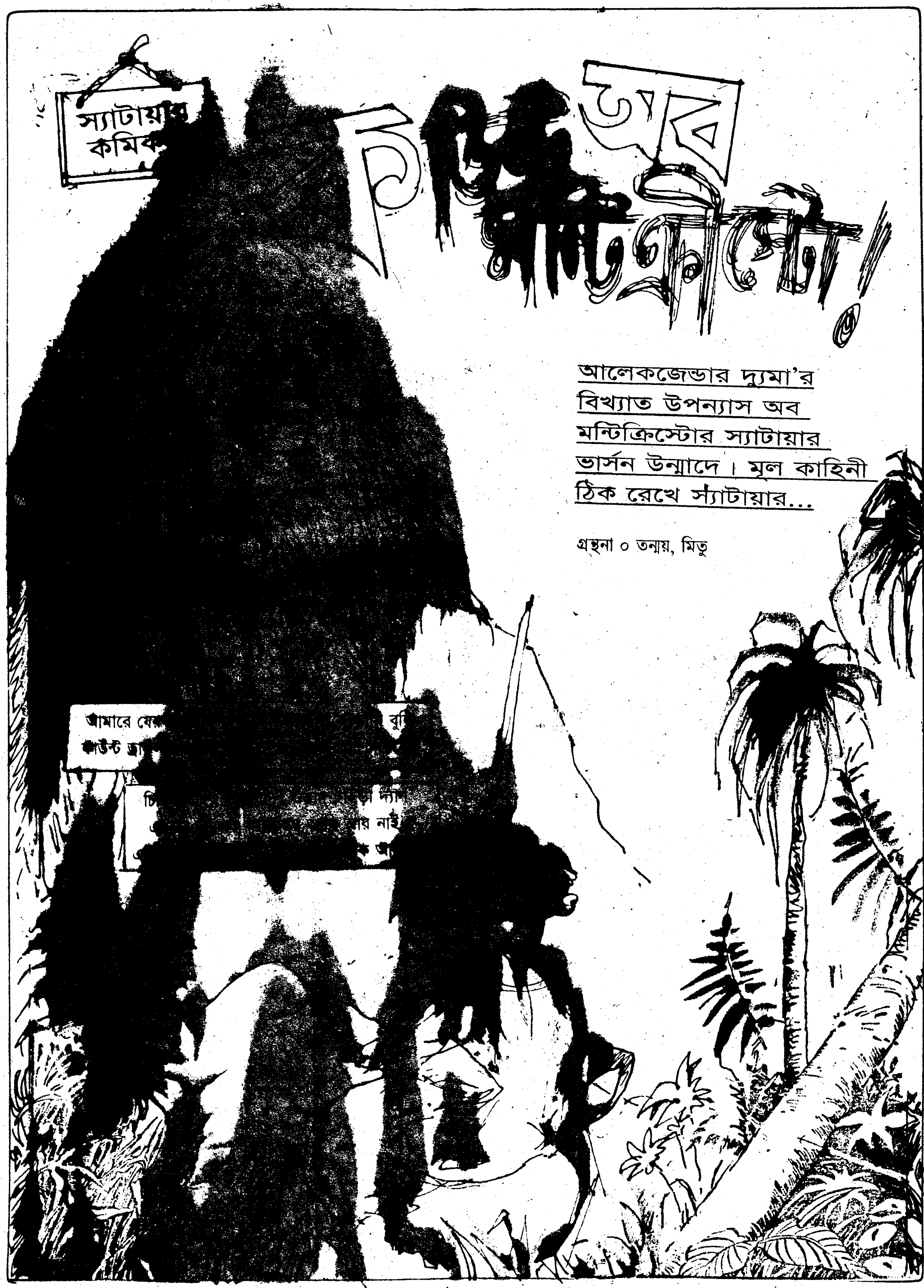
অব
আলেকজেন্ডার দ্যুমা'র
বিখ্যাত উপন্যাস অব
মন্টিক্রিস্টোর স্যাটায়ার
ভার্সন উন্মাদে। মূল কাহিনী
ঠিক রেখে স্যাটায়ার...
গ্রন্থনা ০ তন্ময়, মিতু

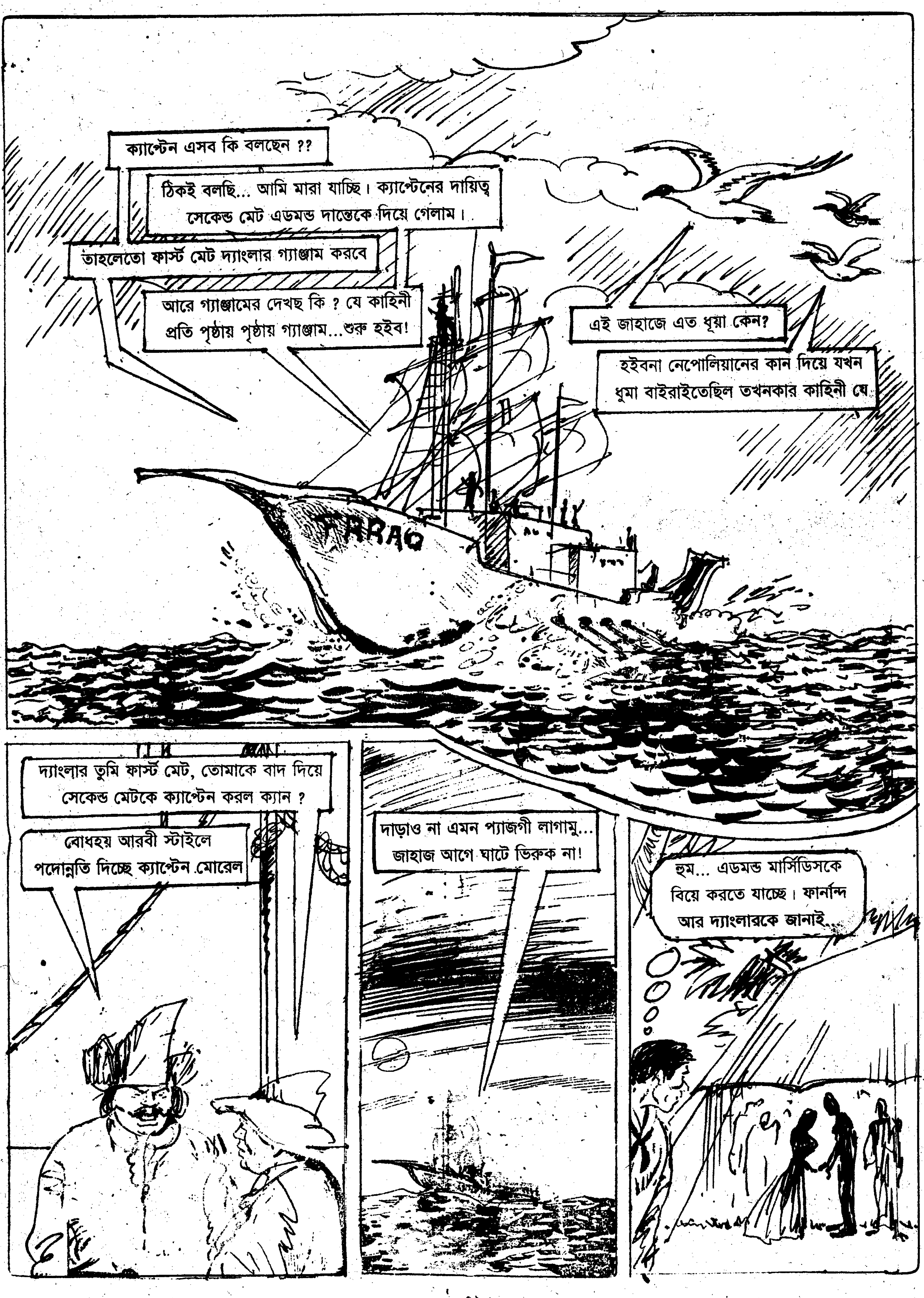
ক্যাপ্টেন এসব কি বলছেন ??
ঠিকই বলছি... আমি মারা যাচ্ছি। ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব সেকেন্ড মেট এডমন্ড দান্তেকে দিয়ে গেলাম।
তাহলেতো ফার্স্ট মেট দ্যাংলার গ্যাঞ্জাম করবে
আরে গ্যাঞ্জামের দেখছ কি ? যে কাহিনী প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গ্যাঞ্জাম...শুরু হইব!
এই জাহাজে এত ধূয়া কেন?
হইবনা নেপোলিয়ানের কান দিয়ে যখন ধুমা বাইরাইতেছিল তখনকার কাহিনী যে
দ্যাংলার তুমি ফার্স্ট মেট, তোমাকে বাদ দিয়ে সেকেন্ড মেটকে ক্যাপ্টেন করল ক্যান ?
বোধহয় আরবী স্টাইলে পদোন্নতি দিচ্ছে ক্যাপ্টেন মোরেল
দাড়াও না এমন প্যাজগী লাগামু... জাহাজ আগে ঘাটে ভিরুক না!
হুম... এডমন্ড মার্সিডিসকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ফার্নান্দ আর দ্যাংলারকে জানাই...

তোমরা এডমন্ডকে কোথায় নিচ্ছ ?
ওর কাছে নেপোলিয়নের চিঠি পাওয়া গেছে।
বিশ্বাস কর মার্সিদিস... আমার কাছে তোমার প্রেমপত্র ছাড়া আর কোন পত্র নেই
যৌতুকের লিস্টটাও নেই ?
আমার অপরাধ ?
ঐ যে নেপোয় মারে দই ...তুমি না জেনে নেপোলিয়নের পত্র বাহক হয়েছ...এখন বুঝ মজা।
আমাকে কোথায় নিচ্ছ ?
আরে বিয়ে করে তো শ্বশুরবাড়িতেই যেতে, তোমাকে সেখানেই নিচ্ছি...
হুম শ্বশুরবাড়িই বটে... আমি বন্দি কারাগারে... আছিগো মা বিপদে প্রথম আলো চোখে দেখি না ...
ক্যান প্রথম আলো দিয়ে কি করবে ?
আরে রাশিফলটা দেখতাম কবে ছাড়া পাব ?
এক কাম কর দাড়ি কাইট না তাইলে মনে কর নিজামী মনে কইরা তোমারে ছাইরা দিতে পারে।
ঠক ঠক
এই এসএমএসের যুগে টরে টক্কা পাঠায় কে?
ঠক ঠক

পাথরটা আলগা ... সরাই
আরে তুমি কে ?
এরই আমনে ক্যাডা ? আই মোতাব্বিরের কাগু। ফচা ছা ফাতা দি ছা বানানোর কারণে জেলে ফইচতেছি...
এরই মামু আমনে ছা খাইবেন নি ?
আমি ফারিয়া বহু বছর ধরে জেল খাটছি... আমার কাছে গুপ্তধনের নকশা আছে
আরে রাখেন মিয়া গুপ্তধনের নকশা! জেল থাইকা পালানোর নকশা থাকলে বলেন
সেই বুদ্ধিও আছে আছিলাম বোকা হইলাম বুদ্ধিমান!
বুইড়া ফারিয়া মরছে। শালারে বস্তায় ভইরা সমুদ্রে ফালাই
কিন্তু বুইড়ার হাড্ডিতে এত ওজন ক্যান ?
হুররে বাইচা গেলাম!
এইযে করাত মাছ ভাইজান জলদি বস্তাটা কাটেন!

এখনও শিওর না!
ওফ বাঁচলাম!
একটা মানুষ ওকে বাঁচাই...
কোন দরকার নাই ওখানে মনে হয় 'কাস্ট এওয়ের' স্যুটিং চলছে!
ধুর বে ওয়াচ হইলে একটা কথা আছিল!
পরে
শোন মিয়া মুখ একদম বন্দ! গুপ্তধন উদ্ধারে যাইতাছি!
সেকি আপনি কি ধন সম্পদ সব আমার মুখে ভইরা আনবেন নাকি ??
বাপরে কত ধন সম্পদ!!
দুদক যেন না জানে!
জঙ্গলের অনেক চোখ
সর্বনাশ হইছে !
কি ? এডমন্ড দান্তে কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো হয়ে ফিরে এসেছে ?
না এই ক্লাসিক কাহিনী যেভাবে শর্টহ্যান্ডে এগিয়ে চলেছে উন্মাদের হাতে পড়ে তাতে না কাহিনীর ইতিহাস বিকৃতি ঘটে ...!
আরে উন্মাদরাইতো ইতিহাস বিকৃতি করে!
এবার প্রতিশোধের পালা! ঘুঘু দেখেছ তার ফাঁদ দেখনি!

মার্সিদিস তুমি আমার শত্রু ফার্নান্দকে বিয়ে করলে ?
কি করব বল তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ... শেষে কিন্তু প্লিজ তুমি আমার ছেলের সঙ্গে ডুয়েল নড়োনা...
মাথা খারাপ চাচা আগে আপন প্রান বাঁচা
এলবার্টো তুমি মার্সিদিসের ছেলে তাই তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম...
আপনি সত্যিই মহান...
আরে ব্যাটা আসলে ক তোগো কারো পিস্তলে বিচি নাই!
টিকিটির পয়সা মাইর!
আমার ছেলে কাপুরুষ... তাই বলে আমি ফার্নান্দ তোমাকে ছাড়ব না ...
কামান বেবি নো প্রবলেম...!!
কি কইল মশা মারতে কামান দাগব ? তাইলে আমি নাই !
আমি রেফারি... শুরু করেন
আমি থার্ড আম্পায়ার
এডমন্ড দান্তের কাছে হেরে গেলাম বিদায় পৃথিবী ...
ফার্নান্দ শ্যাষ!!
এবার নগর কোটাল ভিলফোর্ট ! ব্যাটা আমাকে হাইকোর্ট দেখিয়েছিল...

একি ভিলফোর্ট কই ? এতা দেখছি উন্মাদ ??
আরে আপনি যে খেলা শুরু করছেন ভিলফোর্ট উন্মাদ হয়ে গেছে ...তাই ..
আয় যাইগা...!!
ঘুঘুর ফাঁদতো বিছাইছি, মাগার কেউতো ফাঁদে পড়ে না!
আরে ফাঁদের পড়ার লোকতো সব এক এক করে জেলে। সব এখন জেলের ঘুঘু!
ঘুঘুর ফাঁদ
এবার দ্যাংলার...
এবার দেখবে কত ধানে কত পোলাউয়ের চাল।
কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো যে ব্যবসার প্যাঁচে ফেলছে! আমি ডুবছি....
লিকুইড খেলাপী!
ব্যাংক রাপ্ট!
যাক কাহিনী শ্যাষ...
তুমিতো কাহিনী শেষ করলা ... কিন্তু আমার কি হবে ?
আপনি কে ?
আমি আলেকজেন্ডার দ্যুমা... কাহিনীর যে অবস্থা করছে...!!
শ্যাষ!

কনসার্ট
কার্টুন ০ মিনার রহমান
ঐ পোলাপাইন ভাল কইরা প্র্যাকটিশ কর। সামনে কইলাম বড় কনসার্ট আছে!
তাইলে জলদি একটু ড্রাম প্র্যাকটিশ করি...
আমিও গলাডারে ঝালাই গীটারে
আমি কী বোর্ডে
সাবাশ বাঘের বাচ্চারা প্র্যাকটিশ চালায়া যাও

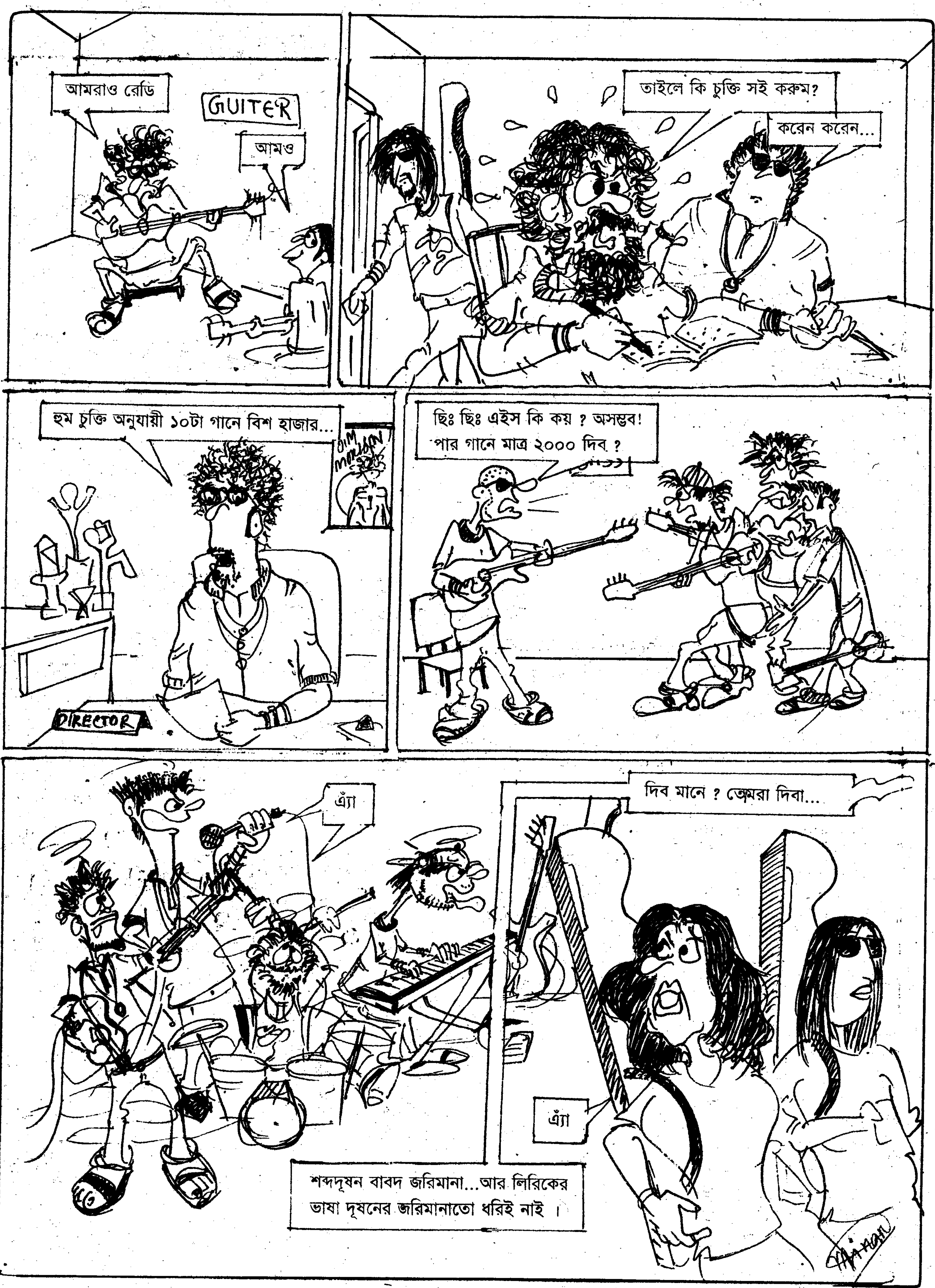

আমরাও রেডি
GUITER
আমও
তাইলে কি চুক্তি সই করুম?
করেন করেন...
হুম চুক্তি অনুযায়ী ১০টা গানে বিশ হাজার...
DIRECTOR
ছিঃ ছিঃ এইস কি কয় ? অসম্ভব!
পার গানে মাত্র ২০০০ দিব ?
এ্যাঁ
দিব মানে ? তোমরা দিবা...
এ্যাঁ
শব্দদূষন বাবদ জরিমানা...আর লিরিকের
ভাষা দূষনের জরিমানাতো ধরিই নাই ।

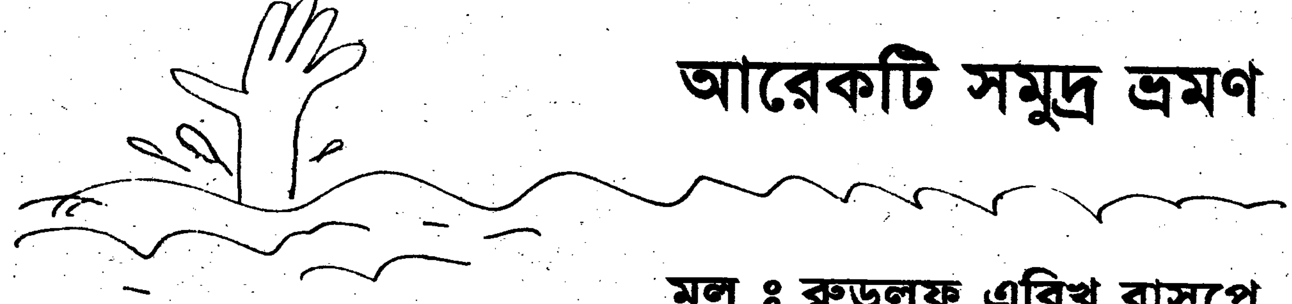

আরেকটি সমুদ্র ভ্রমণ

মূল ঃ রুডলফ এরিখ রাসপে

অনুবাদ ঃ আসরার মাসুদ

আপনারা তো খুব ভালো করেই জানেন যে ভ্রমণের ব্যাপারে আমার কখনই কোন রকমের আপত্তি বা ক্লান্তি নেই। তেমনই একবার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমি আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টনের সাথে সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ড থেকে ইস্ট ইণ্ডিজের দিকে যাত্রা করেছিলাম। সেবার ভ্রমণে সঙ্গী হিসাবে সাথে ছিলো আমার সেই বিখ্যাত কুকুর ট্রে। যেকোন জায়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা শিকার খুঁজে বের করায় যার জুড়ি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে বলা লাগে কুকুরটার মূল্য ওর নিজের ওজনের সমান সোনা দিয়ে দিলেও কম হয়। কেননা ওকে নিয়ে এত যে শিকার করেছি একটা দিনের জন্যও ওর অনুমান সামান্যতম ভুল হতে দেখিনি। শিকার যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাক না কেন ওকে ফাঁকি দেয়ার সাধ্য কারোই ছিলো না।

ভ্রমণের এক পর্যায়ে আমাদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের মধ্যিখান দিয়ে চলেছে, সব চাইতে কাছের তীরটাও তিন'শ মাইলের মত দূরে রয়েছে। ঠিক তেমন সময়েই আমার কুকুরটা হঠাৎ করে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো; তার অমন হাবভাব আমি খুব ভালো চিনতাম, আসলে সে তখন বোঝাতে চাইছিলো যে সামনে কোথাও একটা শিকার লুকিয়ে রয়েছে। অথচ চারপাশে তখন যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই আদিগন্ত কেবল পানি আর পানি।

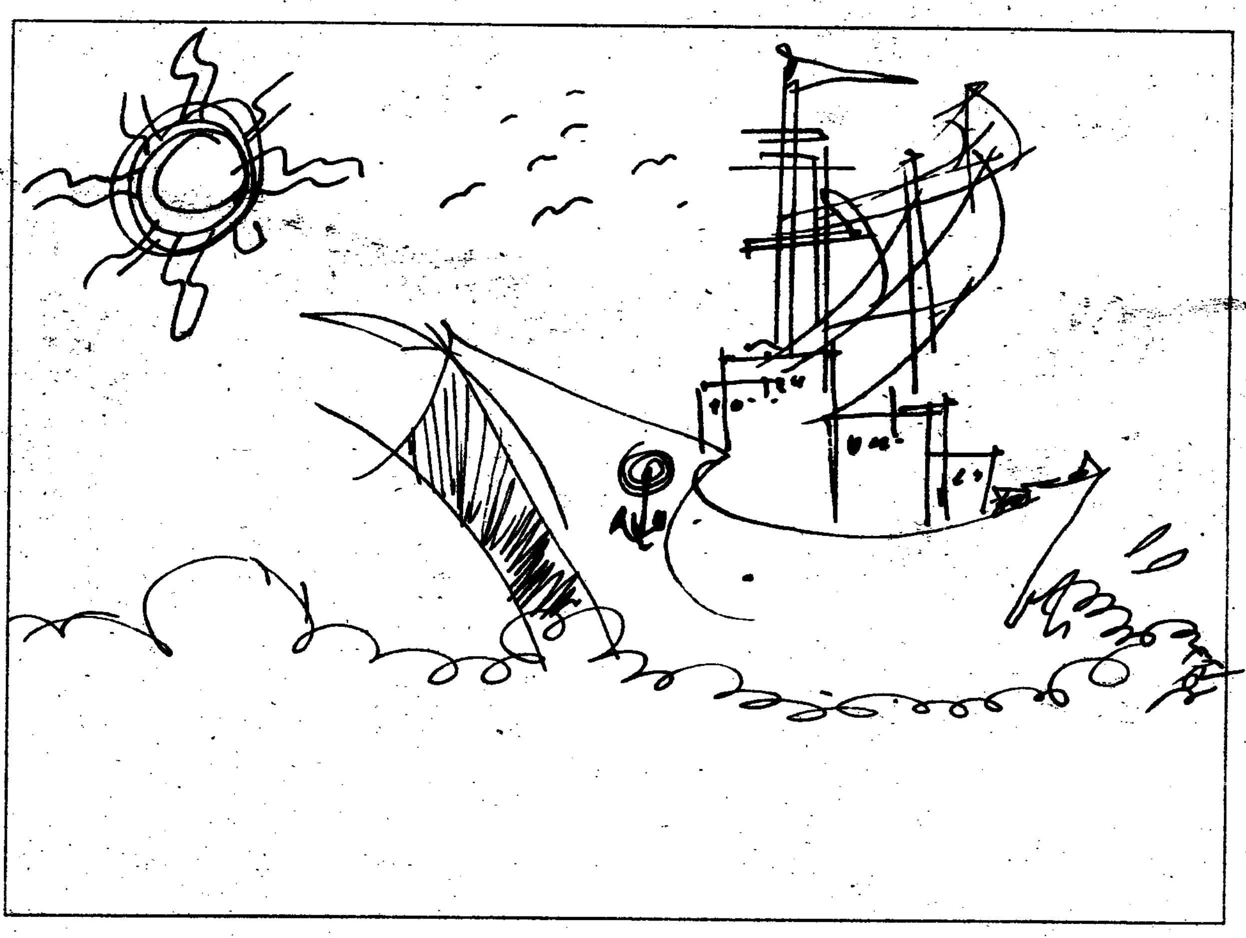

ব্যারন মুনশাউজেন

মুনশাউজেন এর গল্প সারা ইউরোপ জুড়ে জনপ্রিয়। আজগুবি এই গল্প জন্ম দেয় সম্পূর্ণ এক নুতন ধারার। লোক কাহিনীর মত ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের নানা দেশে। জার্মানীর এই ব্যারন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য। রাশিয়ার হয়ে তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই রাশিয়ায় থাকা সময় নিয়ে তিনি নানা গল্প বলতেন বিভিন্ন আসরে। যার সবগুলোই ছিল আজগুবি। তবে মুনশাউজেন মোটেও কাল্পনিক চরিত্র নয়। ১৭২০ সালে মুনশাউজেন জন্ম নেন জার্মানীর বোডেনওয়ার্ডারে, আর মৃত্যু হয় ১৭৯৭ সালে। তার বলা গল্পগুলো আরো তেষট্টি বছর পর বই আকারে প্রকাশ হয় রুডলফ এরিখ রাসপের হাত দিয়ে।

রাসপে জন্মগ্রহণ করেন জার্মানীর হ্যানোভার- এ ১৭৩৭। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ। পান্ডিত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ পেয়েছিলেন লন্ডনের রয়েল একাডেমীর ফেলোশীপ। সবসময় তাঁর ছিল ধনী হওয়ার আকাঙ্খা। আর এই কারণে তিনি জড়িয়ে পড়েন এক কেলেংকারিতে। এক সময় তিনি চাকরি পান হেসে ক্যাসলের কীপার এবং 'প্রফেসর অব অ্যান্টিকুইটি' হিসাবে । কিন্তু তিনি টাকা পয়সার নেশায় এমনই মত্ত হন যে ক্যাসলের দামী জিনিস বিক্রি শুরু করেন গোপনে। অচিরেই তা কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ে। তিনি পালিয়ে চলে যান লন্ডনে। সেখানে ফেরারী থাকাকালীন তিনি লেখেন মুনশাউজানের গল্পগুলো। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নিজের নামে প্রকাশ করতে পারেননি। আর এ জন্যই অনেকে এগুলোকে লোক কাহিনী বলেছেন।

ইতিপূর্বে উন্মাদের পাঠকদের জন্য ব্যারন মুনশাউজেন এর বিখ্যাত গল্পগুলো আমরা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবার আমরা তাঁর অবশিষ্ট গল্পগুলো প্রকাশ করছি। আমরা মূলের স্বাদ ধরে রাখতে শুধুই রুলডফ এরিখ রাসপের লেখা গল্প গুলোকেই অনুবাদের সিদ্ধান নিয়েছি। আমরা এক্ষেত্রে নির্ভর করেছি লণ্ডনের হাররাপ লিমিটেড থেকে প্রকাশিত দি এডভেঞ্চার অফ ব্যারন মুনশাউজেন গ্রন্থটার ওপর।

তারপরেও আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম যে সে ঠিক একই দিকে ফিরে এক ঘন্টার বেশি সময় একটা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কাজেই আমি তখন এক রকম নিশ্চিত হয়েই ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন আর জাহাজের অন্য সব অফিসারদের ডেকে বললাম যে আমরা নিশ্চয়ই তীরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি কেননা আমার কুকুরটা শিকারের গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা আর কী বলবো আপনাদের, এমন একটা তথ্য তাদেরকে দেবার বিনিময়ে আমি যা পেলাম তা হলো সমবেত বিকট এক অট্টহাসির শব্দ। তবে আমার কথা শুনে সবাই মিলে যতই হাসাহাসি করুক না কেন তাতে নিজের কুকুরের ওপর থেকে আমার বিশ্বাস কিন্তু বিন্দুমাত্র কমলো না।

ওদিকে আমার ঐ কথা নিয়ে পুরো জাহাজ জুড়ে বিশাল এক বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো এবং যেখানে শেষ পর্যন্ত এক রকমের জোর জবরদস্তি করেই আমার মতামতটাকে সবাই মিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলো। তাদের সাথে বাহাসের শেষ পর্যায়ে আমিও কেন যেন আর নিজের মেজাজটাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। তাই ক্যাপ্টেনের মুখের ওপরেই সোজাসাপ্টা বলে বসলাম যে আমার কুকুর ট্রের নাকের ওপর আমি তার জাহাজের তাবৎ নাবিকদের চোখের চাইতে অনেক বেশি ভরসা করি, এবং শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত দিলাম না, বরং দৃঢ়তার সাথে এটাও জানালাম যে তারা আমি চাইলে কারো সাথে একশ গিনি– যাত্রার যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য আমার কাছে তখন ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থই ছিলো, বাজি ধরতে রাজি আছি যে জাহাজ আর আধা ঘন্টার পথ পেরুনোর আগেই আমরা নিশ্চয়ই কিছু শিকারের দেখা পাবো।

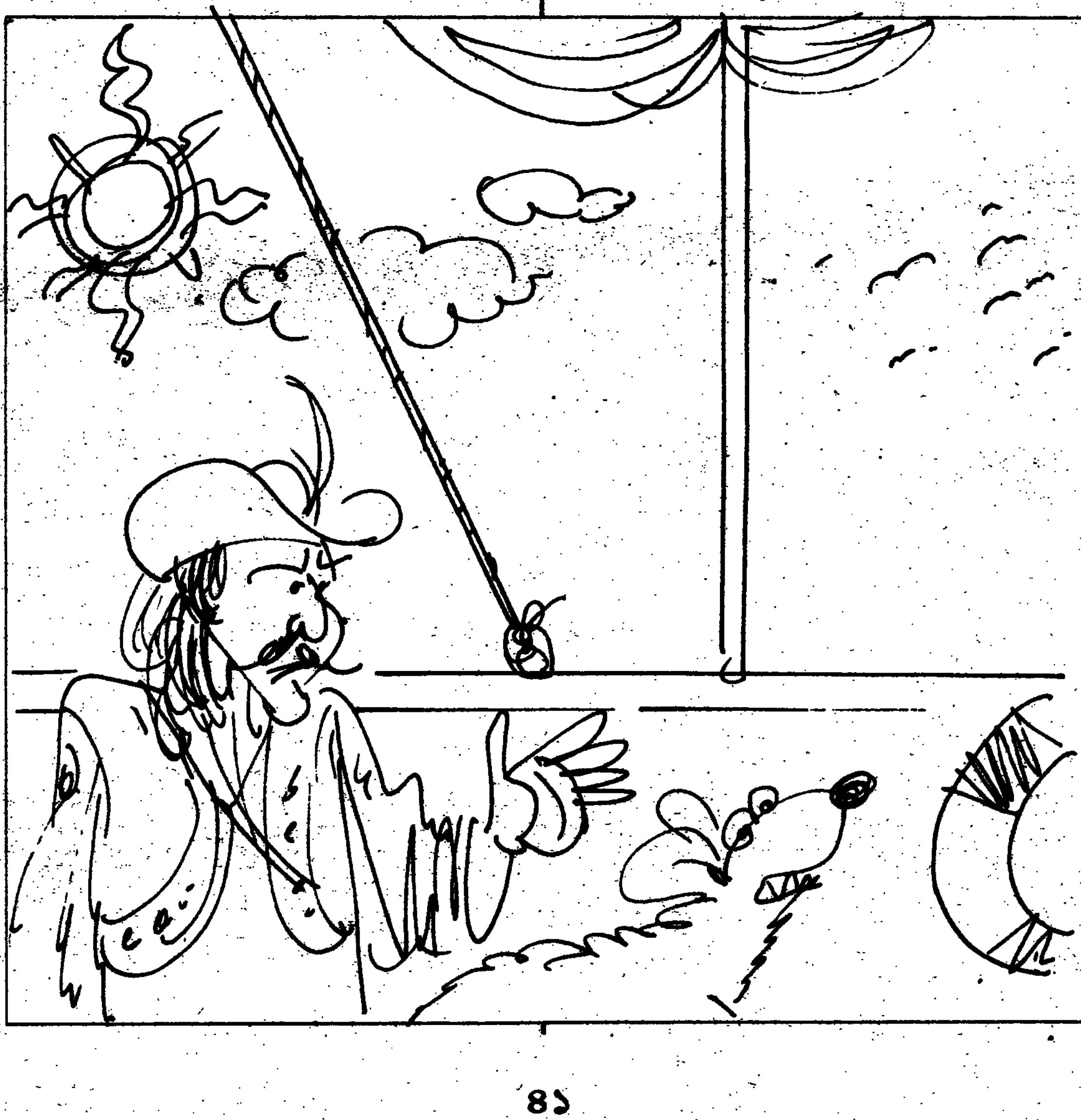

আমার বন্ধু বলেই বলছি না, জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন মানুষ হিসাবে বিশেষ ভালো ছিলেন, কিন্তু সেদিন তিনি আমার ঐ কথাটা শেষ হতে না হতেই আগের বারের চাইতেও জোর গলায় হেসে উঠলেন এবং জাহাজের সার্জন মি. ক্রাওফোর্ডকে ডেকে পাঠালেন। সার্জন এলে তিনি তাঁকে ভালো মতো আমার নাড়ির নড়ানড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। সার্জন ভদ্রলোক ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তার কাজ শুরু করে দিলেন এবং অল্পক্ষণের ভিতরেই আমাকে পুরোপুরি সুঃস্থ আর স্বাভাবিক ঘোষণা করলেন। তখন তাঁরা আমাকে আড়াল করে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী নিয়ে যেন আলাপ আলোচনা শুরু করে দিলেন। কান খাড়া করে আমিও তাদের দু'জনের সেই কথাবার্তার দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাক্য আর শব্দ শুনতে পেলাম।

'আমার মনে হচ্ছে উনি সম্পূর্ণ সুঃস্থ অবস্থায় নেই আর সেই কারণেই এমন সব আবোল তাবোল কথা বলতে পারছেন,' ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন ফিসফিসিয়ে সার্জনকে বললেন। 'কাজেই মনে হয় এই অবস্থায় আমার নিশ্চয়ই তার সাথে কোন কিছু নিয়ে বাজি টাজি ধরতে যাওয়া উচিৎ হবে না।'

'না-না-না, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কোন অবস্থাতেই একমত হতে পারছি না' চাপা গলাতেই সার্জন পাল্টা নিজের জবাব দেন। 'একটু আগে নিজেই পরীক্ষা করে যা দেখলাম তাতে এটুকু নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে ব্যারণ সম্পূর্ণ সুঃস্থ রয়েছেন। কেবল একটা বিষয় নিয়েই

সমস্যা রয়েছে, আর সেটা হলো আমাদের এই জাহাজের সব অফিসারদের নৌচালনা বিষয়ক জ্ঞানের চাইতেও তার নিজের কুকুরের ঘ্রাণশক্তির ওপর তার বেশি বিশ্বাস রয়েছে। এখন আপনি ঐ বাজিটা ধরলে উনি তো নির্ঘাৎ হারবেন, আর আমার মনে হয় সেটাই আসলে দরকার, কেননা এই বাজিতে হারলেই তার একটা উচিৎ শিক্ষা হবে।'

'তবু... জেনে বুঝে এমন একটা বাজি ধরার অধিকার মনে হয় আমার নেই।' ক্যাপ্টেন আবারও বিনয়ের সাথেই বললেন। 'তবে উনি খুব বেশি পীড়াপীড়ি করলে বাজিটা তো ধরতেই হবে কিন্তু ঠকানোর অস্বস্তির হাত থেকে সম্মানজনক ভাবে বেরিয়ে আসার একটা বুদ্ধিও আমার মাথায় এসেছে- বাজিতে জিতে যাবার পরে আমি কিছুই না নিয়ে তাকে তার পুরো টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারি।'

এদিকে এই যে এত গরম গরম বাক্যালাপ আর বাজি ধরাধরি হয়ে গেল এর কোন ছোঁয়াই যেন আমার কুকুর ট্রের গায়ে লাগলো না। পুরোটা সময় সে ঠায় একইভাবে সেই একই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এটা কিন্তু আমাকে আমার মতের ওপর আরো দৃঢ় করে তুললো। আমি তাই বুকে আঙুল ঠুকে আমার আগের বাজির প্রস্তাবটা ফের তুললাম এবং এবারে সেটা অপর পক্ষের তরফ থেকে গ্রহণ করাও হলো।

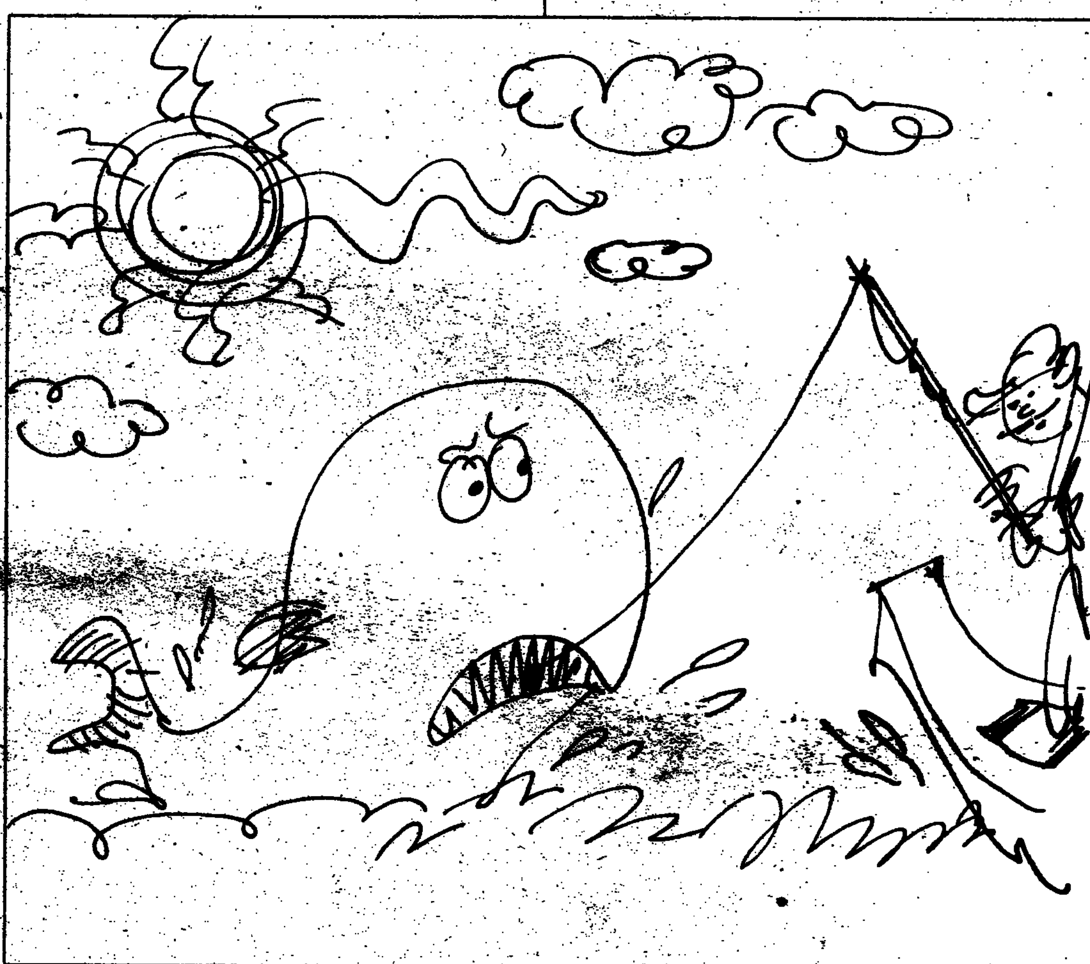

আমরা দুই পক্ষ সবেমাত্র বাজি ধরার রেওয়াজ মাফিক 'তোমার সাথে তাহলে ঐ বাজিই রইলো!' কথাটা উচ্চারণ করেছি কি না করেছি, ঠিক তখনই দড়ি দিয়ে পিছনে বাঁধা অবস্থায় জাহাজের লাগোয়া নৌকায়, যেটাতে চড়ে কয়েকজন নাবিক মাছ শিকার করছিলো, এক বিশাল আকৃতির তিমি মাছ ধরা পড়লো। ধরার পর মুহূর্ত মাত্র দেরি হলো না সেটাকে টেনে হিঁচড়ে জাহাজের ডকে তুলে আনতে। এবং যেই নাকি সেটার পেটটা ফেড়ে ফেলা হলো অমনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে তার ভিতর থেকে ছয় জোড়া তিতির পাখি বেরিয়ে আকাশে উড়ে যায়।

বেচারা পাখিগুলো তিমিটার পেটের ভিতরে এত দীর্ঘদিন ধরে বাস করছিলো যে তাদের মধ্যে একটা পাখি ওখানে পাঁচটা ডিমও পেড়েছিলো। আমরা যখন তিমিটা পেট চিরলাম তখনও সেটা তার ডিমেই তা দিচ্ছিলো আর ওটাকে উড়িয়ে দেবার সময়েই একটা ডিম ফুটে বাচ্চাও বের হচ্ছিলো।

আমরা সেই বাচ্চাটাকে তার কয়েক মিনিট আগে জন্ম নেয়া একপাল বাচ্চার সাথে লালন পালন করেছিলাম। আমার বিড়ালটা বাচ্চাগুলোকে নিজের বাচ্চার মতোই যত্ন নিয়ে দেখভাল করতো। এমন কি একদিন ওর ভিতর থেকে একটা তিতির উড়ে পালিয়ে গেলে সে আসলেই অস্থির হয়ে পড়েছিলো। আমরা যেহেতু পাঁচটা মেয়ে পাখিতে ধরতে পেরেছিলাম কাজেই সর্বক্ষণ অন্তত একটাকে তা দেবার কাজে লাগাতে কোন সমস্যাই হচ্ছিলো না, ফলে যাত্রার বাকি পুরো সময়ে কখনই আমাদের টেবিল শিকারের মাংস ছাড়া থাকেনি।

আমি আমার বিশ্বস্ত ট্রেকে বাজিতে একশ গিনি জিতিয়ে দেবার পুরস্কার হিসাবে প্রতিদিন আমরা যে তিতির গুলো খেতাম সেসবের হাড়গোড় তো দিতামই উপরন্তু মাঝে মধ্যে একটা গোটা তিতিরও খেতে দিতাম।

বিদেশী কার্টুন PRESIDENTIAL CANDIDATES

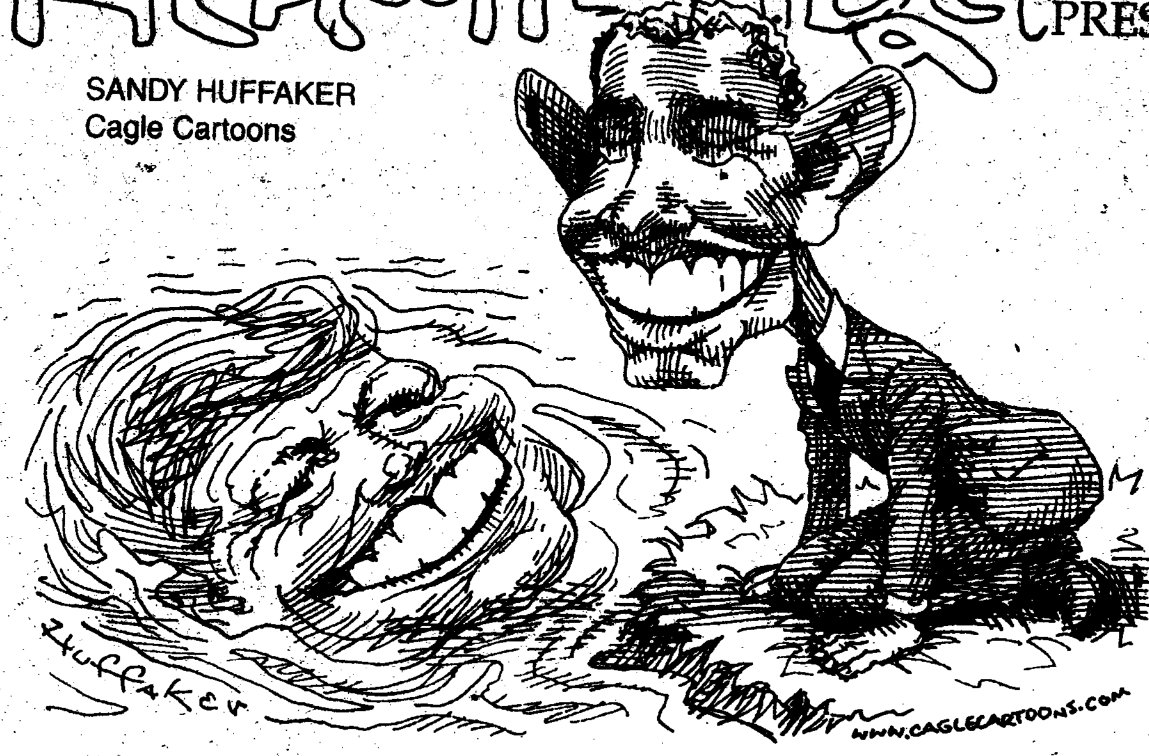

SANDY HUFFAKER
Cagle Cartoons

STEVE SACK
Minneapolis Star-Tribune

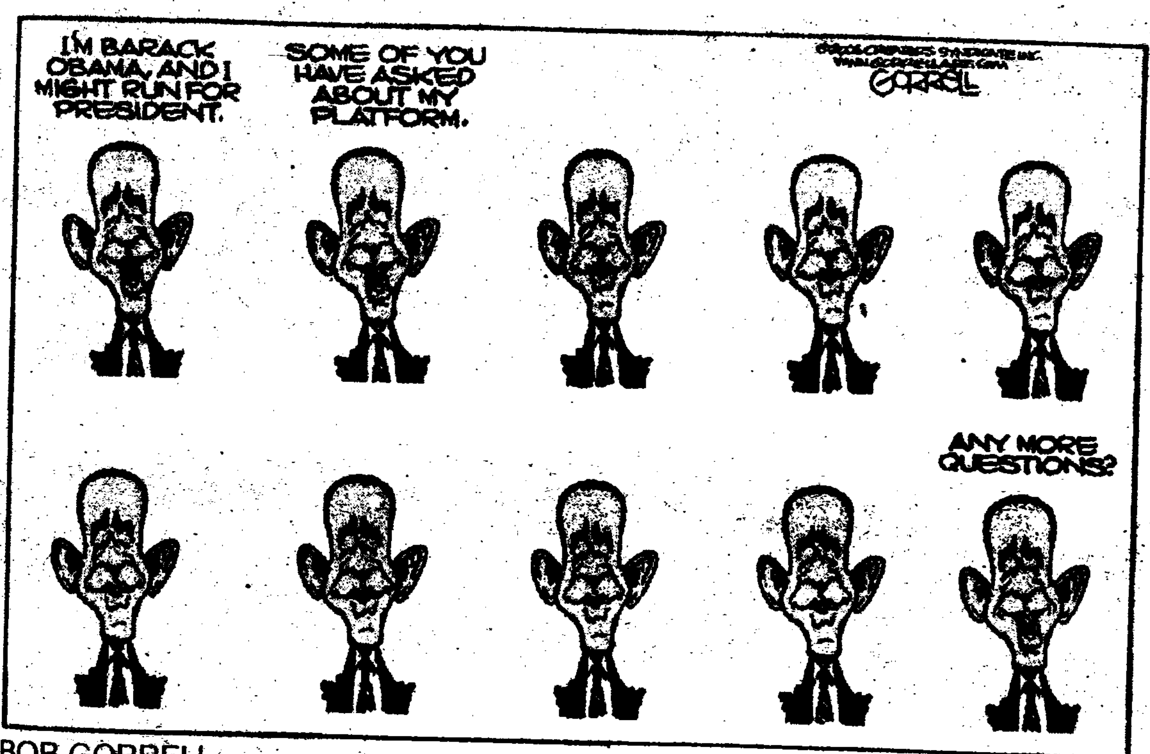

BOB GORRELL

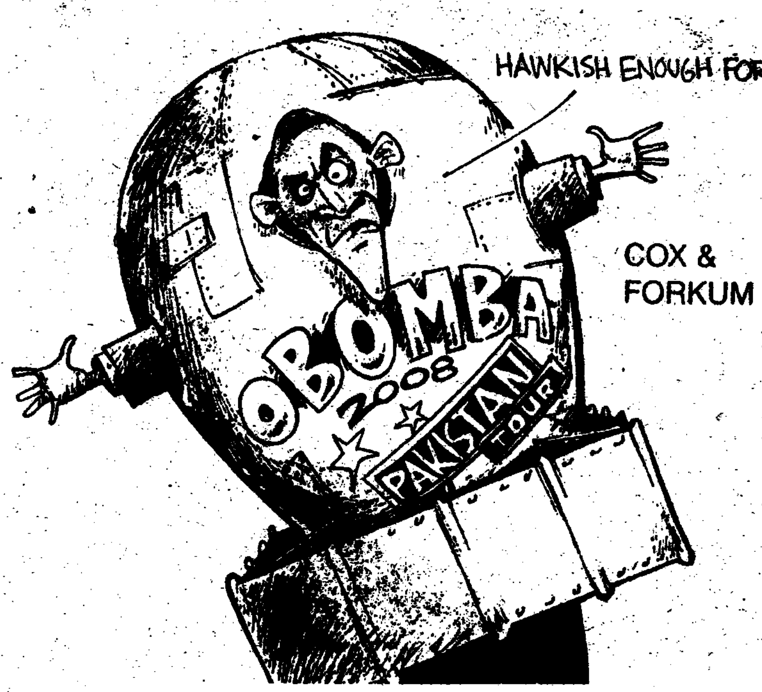

COX & FORKUM

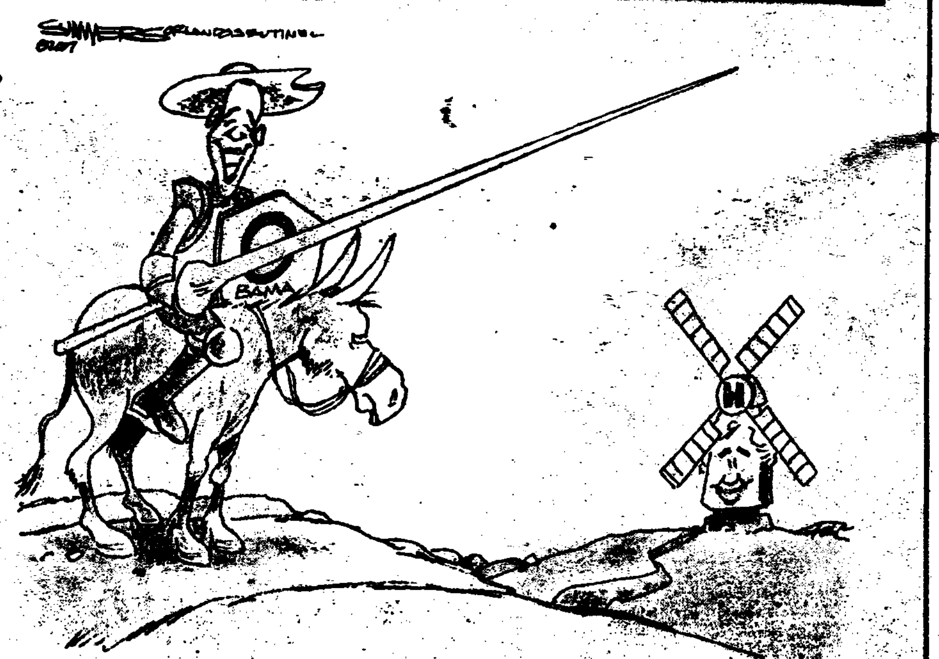

DANA SUMMERS, Orlando Sentinel

MIKE KEEFE
Denver Post

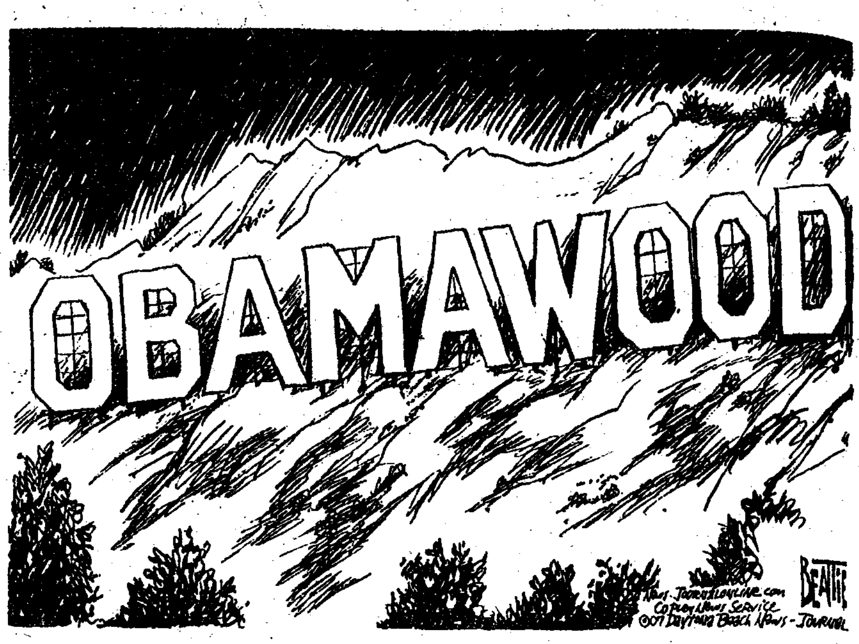

BRUCE BEATTIE, Daytona News-Journal

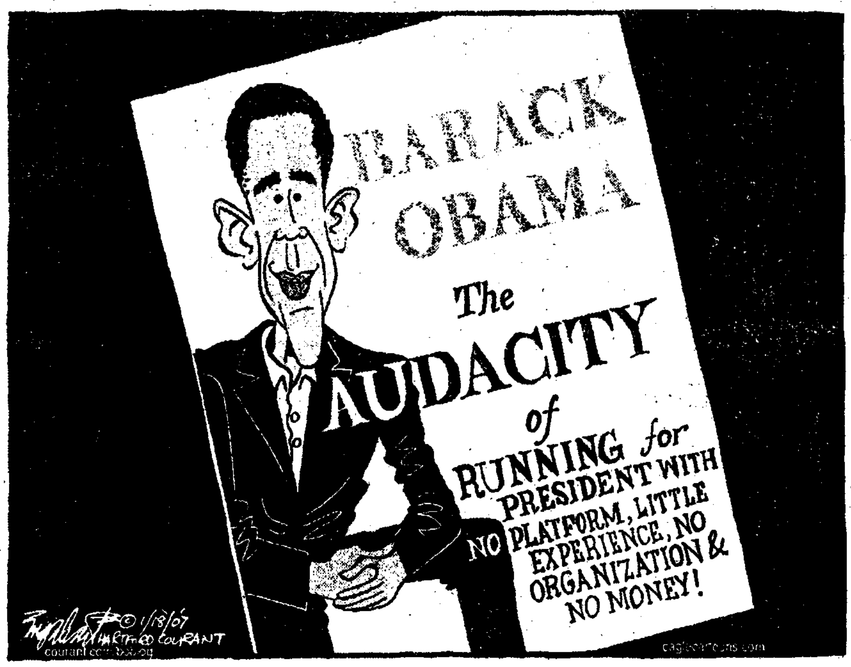

BOB ENGLEHART, Hartford Courant

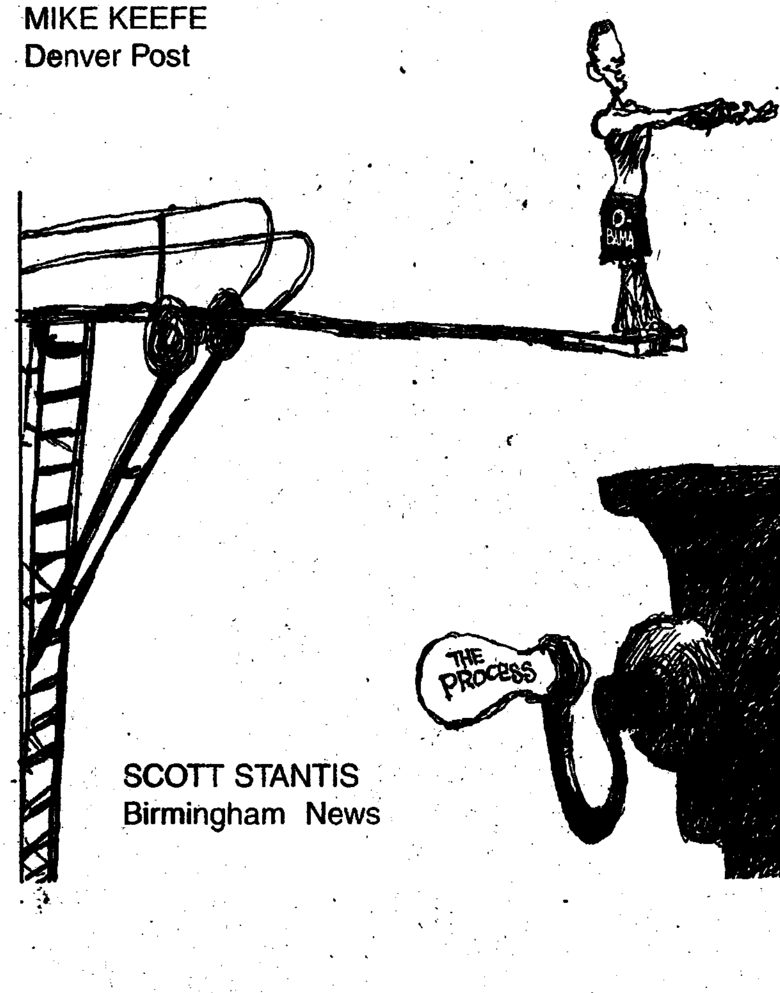

SCOTT STANTIS
Birmingham News

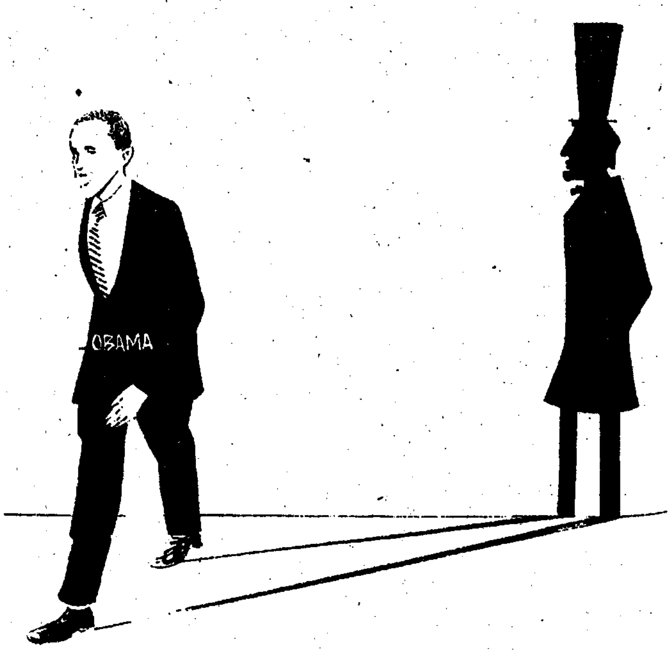

CHRIS BRITT, State Journal-Register (IL)

বামুন ষ্কাব্য

অনন্ত রাহাত

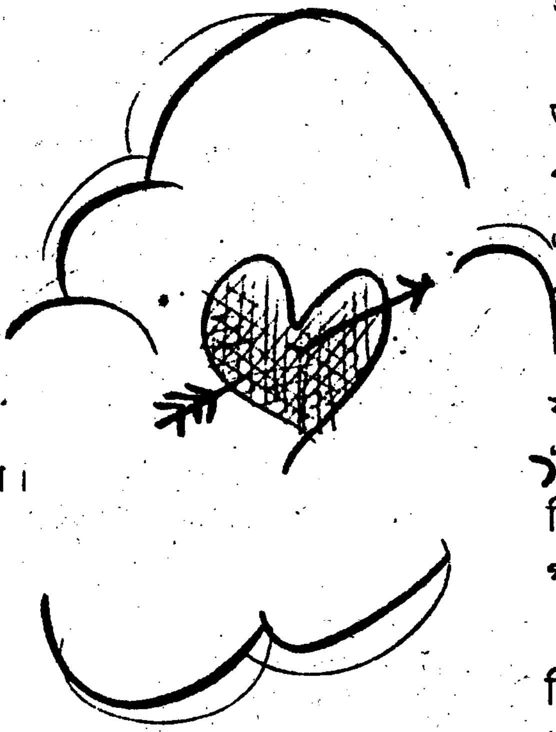

অমবস্যার অন্ধকারে
উদাস মনে একলা ঘরে
রাত জেগো না।
যখন মনের অন্তঃপুরে
নিকষ কালো ছায়া পড়ে
ভয় পেও না।

দু' চোখে তোর চাদের আলো
তারা ভরা রাত
আমার চোখে বাস্তবতা-
দু'মুঠো ডাল ভাত।

তুমি ছাড়া
একলা আমি , দিশেহারা... ।

তোমায় নিয়ে করব শুরু
এ জীবনের .... ইনিংস ,
প্রিয়তমা বলছি শোন
তুমিই আমার Beat of Feelings .

নিশ্চুপ রাত , ঘুম আসে না
কোথায় তোমায় খুঁজে পাই ?
রাগ কোর না, লক্ষী
মোবাইল হায় ব্যালান্স নাই !

ভালোবাসা মানে না হায়
এ পৃথিবী কোন আইন ।
তাইতো প্রিয়া বলছি তোমায়
U R My Valentine...!

নিম্নবিত্ত কবি আমি
তোমার কাছে এই মিনতি
থামানো কি যায় তোমার এ
দ্রব্য-মূল্যের উর্দ্ধগতি ?

অযথাই খুনসুটি
পাগলামি অকারণ,
এটাতো এ যুগের
প্রেমের ভাবসম্প্রসারণ।

যখন আমায় বলিসরে তুই-
"চল না আসি ঘুরে"।
ঠিক তখনই আক্রান্ত হই
গা কাঁপানো জ্বরে।

চিঠি পড়ে বলে গেলে-
' ধূর ছাই , ব্যাক্কল !"
সাথী হল আজ তাই
দু'চোখের নোনাজল।

নিশ্চুপ রাত, ঘুম আসে না
কোথায় তোমায় খুঁজে পাই ?
রাগ কোর না, লক্ষী আমার
মোবাইল হায় ব্যালান্স নাই।

বুঝলি নারে নীলাঞ্জনা,
তোকে ঘিরেই আমার যত
পাগলামী আর উন্মাদনা... ।

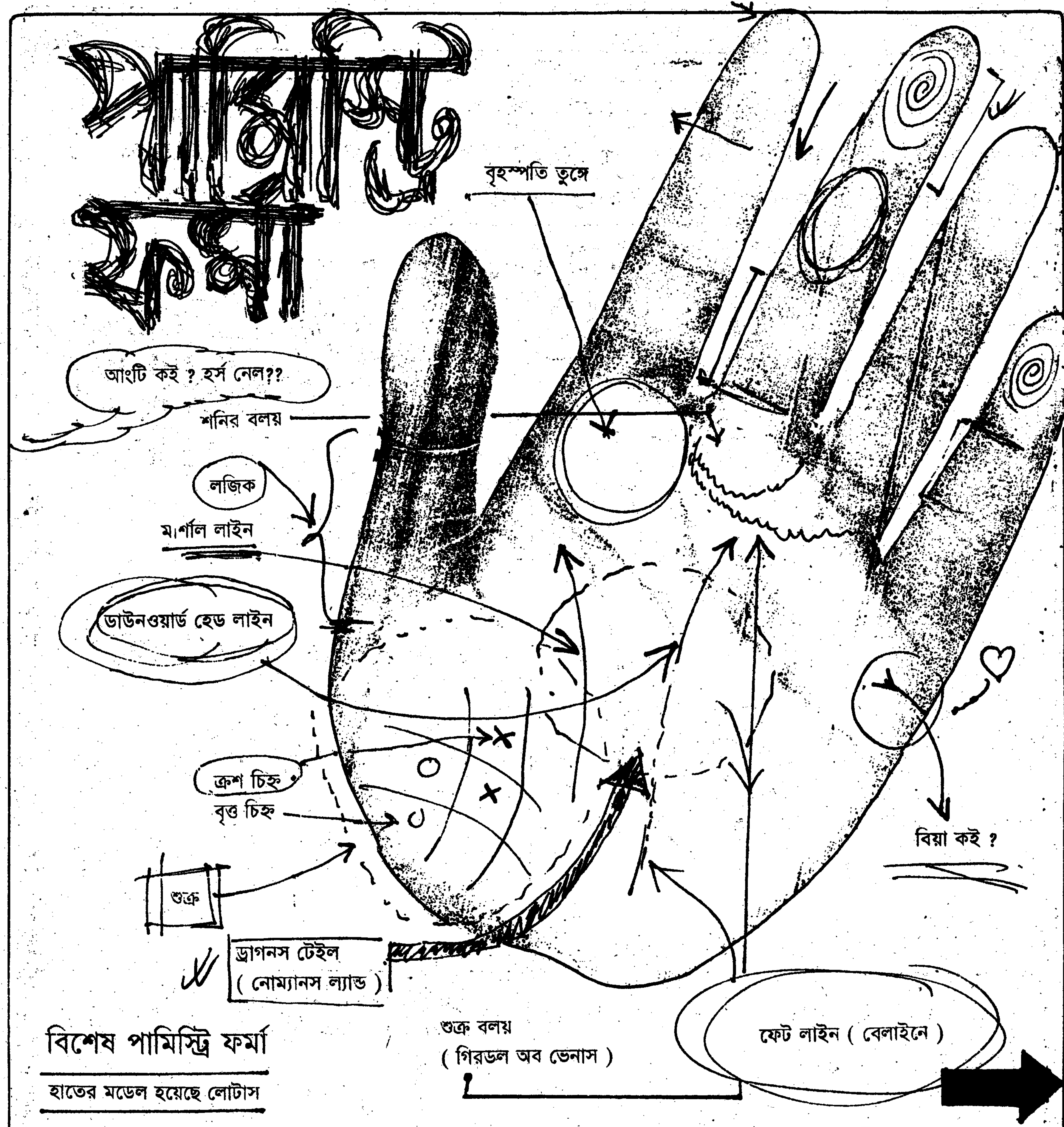

আপনি কি আপনার ভুত-ভবিষ্যৎ জানতে চান ?
আপনার অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ জানতে চান ??
আপনার চাকরী -বিবাহ-প্রেম ভালবাসা জানতে চান ???

তাহলে আজই যোগাযোগ করুন শ্রী ভূয়ানন্দ পোদ্দার 'জ্যোতিষভাস্কর'
যোগাযোগ-
৪২০/.০০৭ বিদ্রুপাননন্দ লেন
চাপানগর, ঢাকা।
ফোন - (তিনি এখন ব্যাস্ত আছেন সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না)

হাতের তালুতে নানা চিহ্নের নানান কারকতা বা কাজ । কিন্তু তালুর বাইরে যদি ঐ জাতীয় চিহ্ন থাকে তাহলে কেমন হবে ? বা কি হবে তাই নিয়ে আমাদের এই গবেষনামূলক ফিচারং...পড়নং জলদিনং তপঃ ...

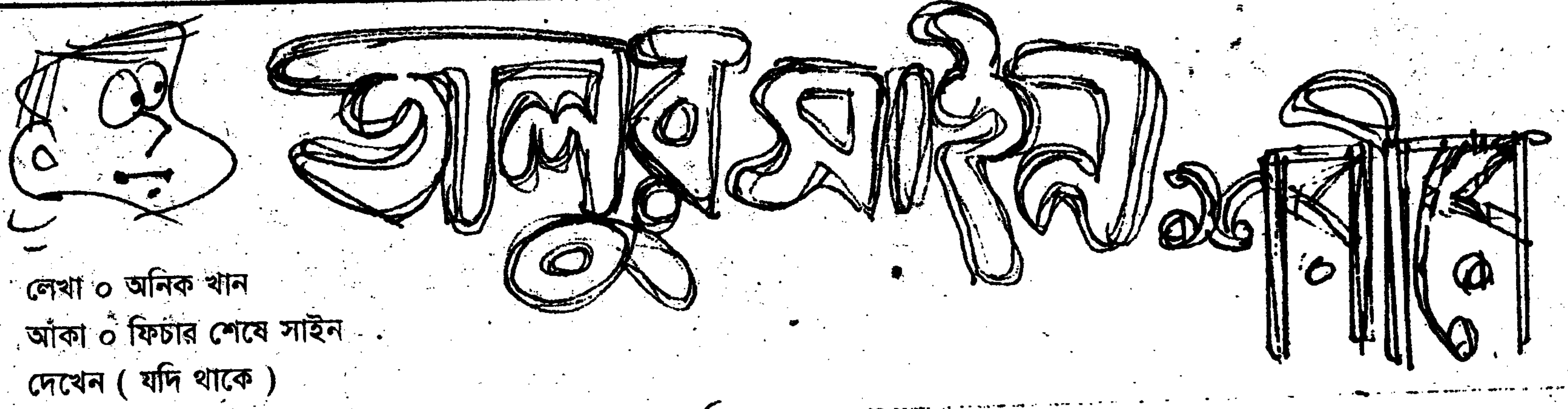

লেখা ০ অনিক খান
আঁকা ০ ফিচার শেষে সাইন দেখেন (যদি থাকে)

হাতের তালুর কোন ক্ষেত্রে বৃত্ত চিহ্ন থাকলে তা খারাপ । যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রে থাকে তাহলে পানি থেকে বিপদ!

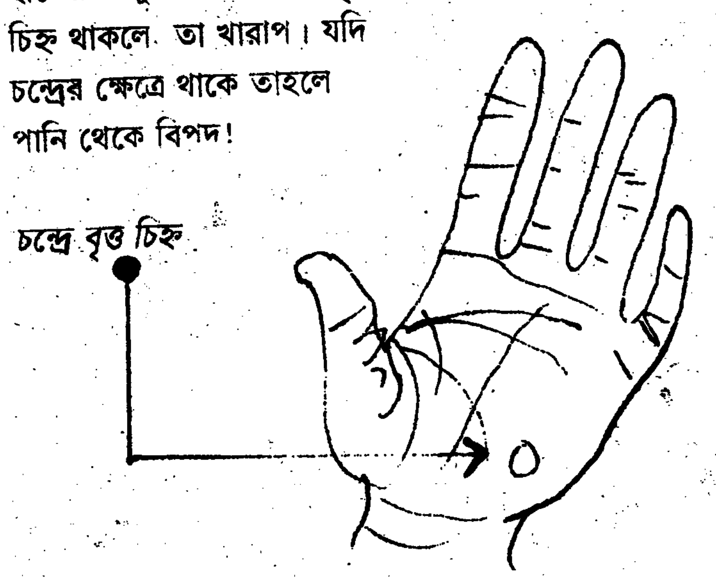

শরীরে অন্য কোন জায়গায় বৃত্ত চিহ্ন থাকলে । রোদে ঘোরা কমাতে হবে । ভাল করে চামড়া ডলে গোসল করতে হবে । শরীরে প্রচুর ময়লা!!

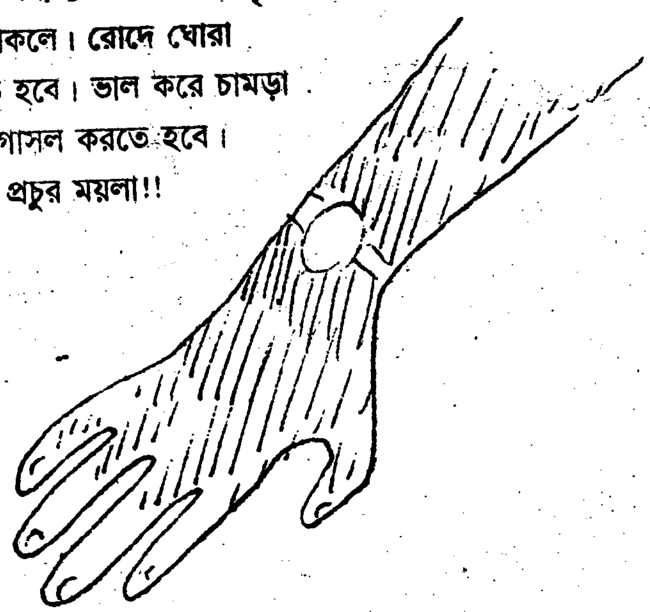

হাতের তালুর কোন ক্ষেত্রে যদি ক্রস চিহ্ন থাকে তাহলে সেই ক্রশসেইসব ক্ষেত্রের কারকতা নষ্ট করে।

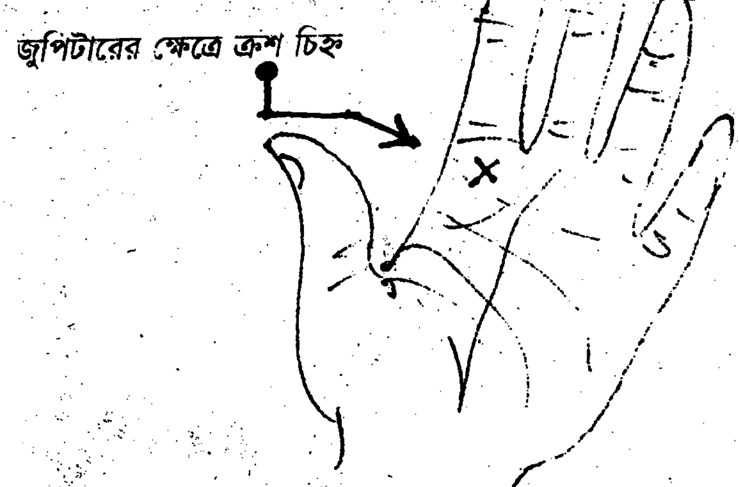

শরীরের কোন জায়গায় ক্রস চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে : সে খৃষ্টধর্মীয় এবং তার সোনার ক্রশটা অতি সম্প্রতি ছিনতাই হয়েছে!

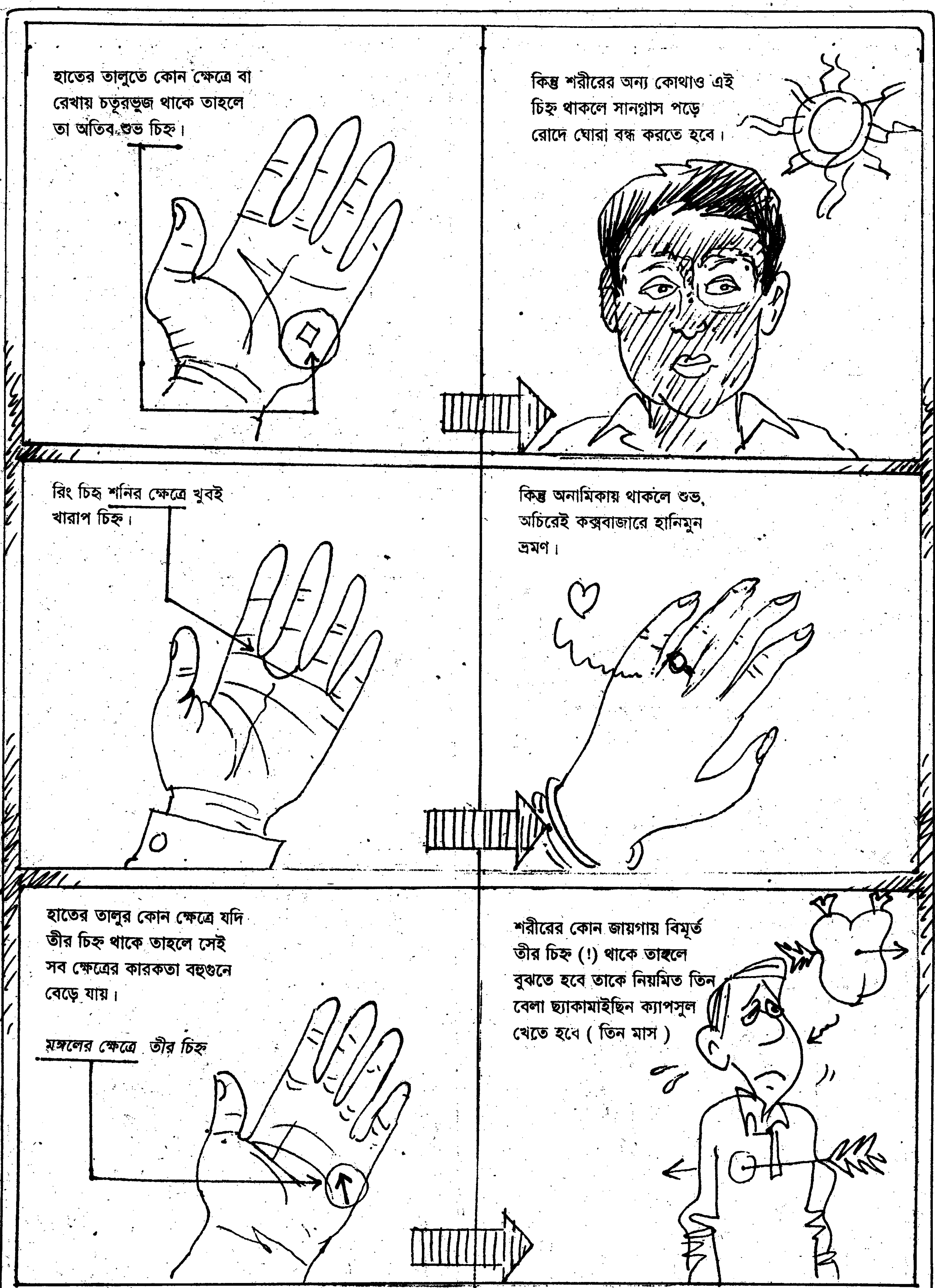
হাতের তালুতে কোন ক্ষেত্রে বা রেখায় চতুরভুজ থাকে তাহলে তা অতিব শুভ চিহ্ন।
কিন্তু শরীরের অন্য কোথাও এই চিহ্ন থাকলে সানগ্লাস পড়ে রোদে ঘোরা বন্ধ করতে হবে।
রিং চিহ্ন শনির ক্ষেত্রে খুবই খারাপ চিহ্ন।
কিন্তু অনামিকায় থাকলে শুভ, অচিরেই কক্সবাজারে হানিমুন ভ্রমণ।
হাতের তালুর কোন ক্ষেত্রে যদি তীর চিহ্ন থাকে তাহলে সেই সব ক্ষেত্রের কারকতা বহুগুনে বেড়ে যায়।
মঙ্গলের ক্ষেত্রে তীর চিহ্ন
শরীরের কোন জায়গায় বিমূর্ত তীর চিহ্ন (!) থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাকে নিয়মিত তিন বেলা ছ্যাকামাইছিন ক্যাপসুল খেতে হবে (তিন মাস)

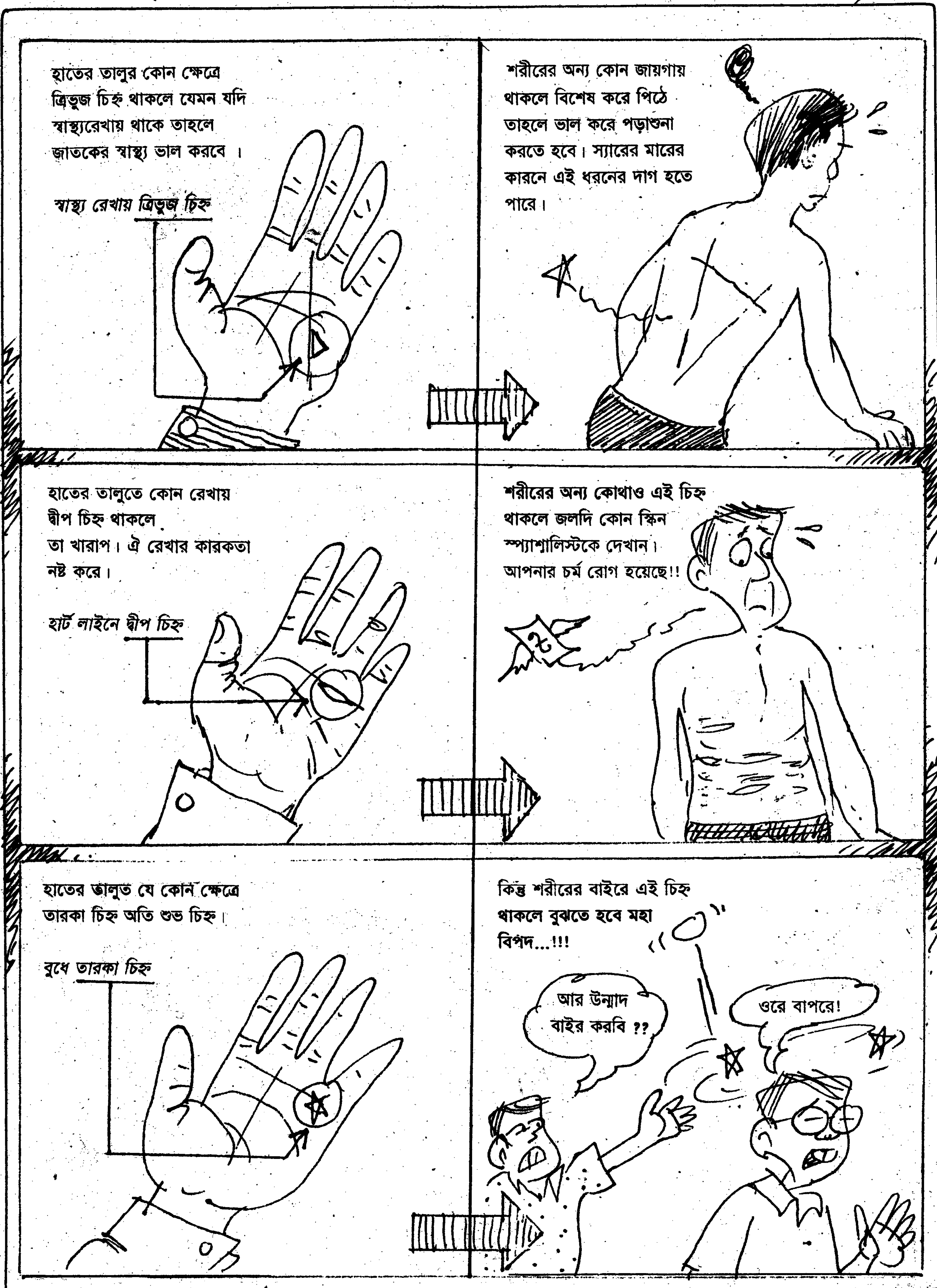
হাতের তালুর কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকলে যেমন যদি স্বাস্থ্যরেখায় থাকে তাহলে জাতকের স্বাস্থ্য ভাল করবে ।
স্বাস্থ্য রেখায় ত্রিভুজ চিহ্ন
শরীরের অন্য কোন জায়গায় থাকলে বিশেষ করে পিঠে তাহলে ভাল করে পড়াশুনা করতে হবে। স্যারের মারের কারনে এই ধরনের দাগ হতে পারে।
হাতের তালুতে কোন রেখায় দ্বীপ চিহ্ন থাকলে তা খারাপ। ঐ রেখার কারকতা নষ্ট করে।
হার্ট লাইনে দ্বীপ চিহ্ন
শরীরের অন্য কোথাও এই চিহ্ন থাকলে জলদি কোন স্কিন স্প্যাশালিস্টকে দেখান। আপনার চর্ম রোগ হয়েছে!!
হাতের তালুত যে কোন ক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন অতি শুভ চিহ্ন।
বুধে তারকা চিহ্ন
কিন্তু শরীরের বাইরে এই চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে মহা বিপদ...!!!
আর উন্মাদ বাইর করবি ??
ওরে বাপরে!

হুম আপনার হাত দেখে যা বুঝলাম আপনি একটু গুন্ডা কিসিমের ...
জ্যোতিষ ব্যাটা ঠিকই বলেছে আমি একটু গুন্ডা কিসিমেরই ...
উন্মাদ দৃষ্টিতে
হাত দেখা
কার্টুন ০ শাহরীয়ার শরীফ
কি ব্যাপার তখন থেকে হাত ধরে বসে আছ কিছুইতো বলছ না ?
এ্যাঁ ইয়ে হাত দেখতে জানলেতো! ...
ভাই আমার হাতটা একটু গুনে দিনতো ...
!?!

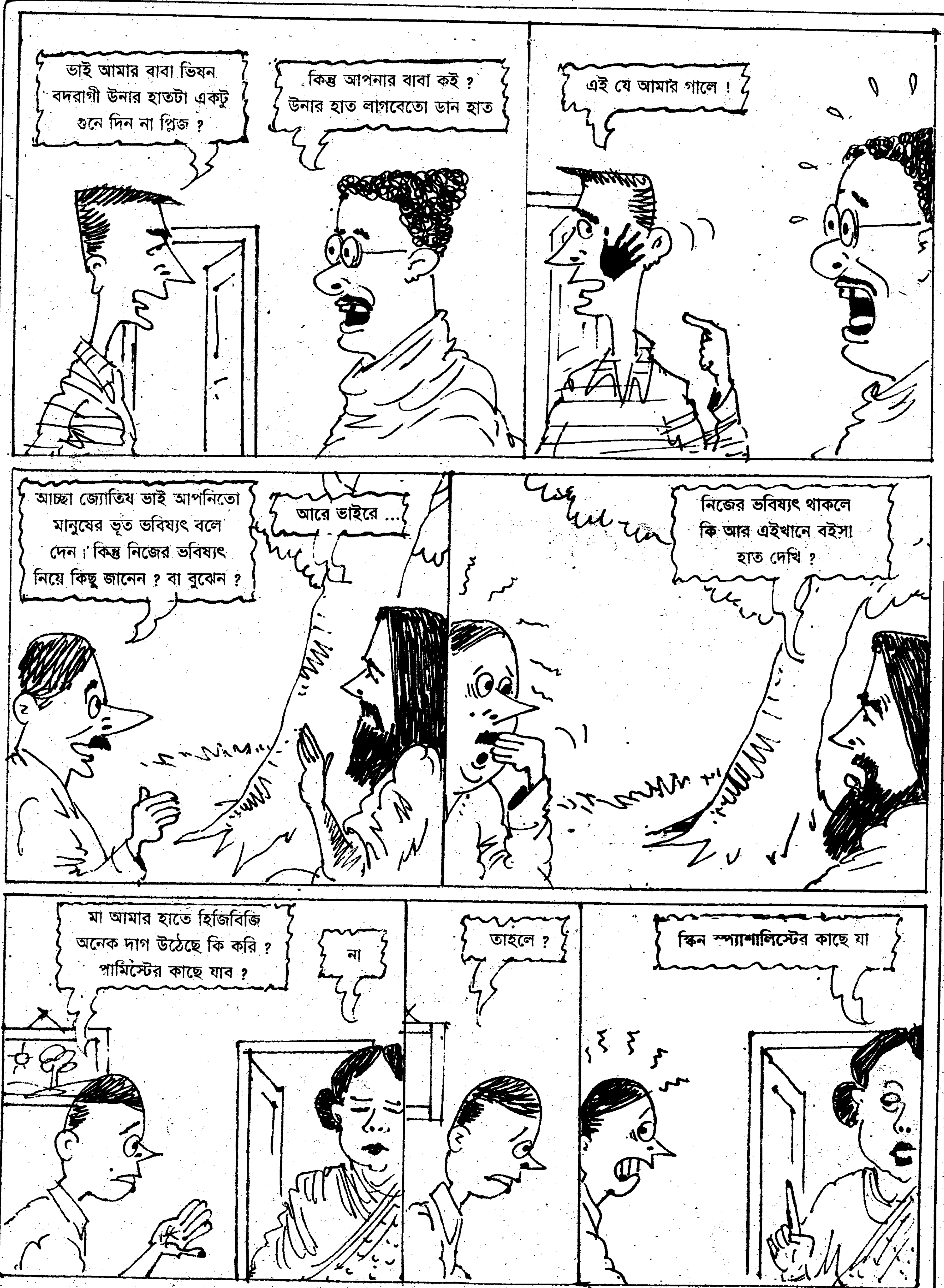
ভাই আমার বাবা ভিষন বদরাগী উনার হাতটা একটু গুনে দিন না প্লিজ ?
কিন্তু আপনার বাবা কই ? উনার হাত লাগবেতো ডান হাত
এই যে আমার গালে !
আচ্ছা জ্যোতিষ ভাই আপনিতো মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেন । কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু জানেন ? বা বুঝেন ?
আরে ভাইরে ...
নিজের ভবিষ্যৎ থাকলে কি আর এইখানে বইসা হাত দেখি ?
মা আমার হাতে হিজিবিজি অনেক দাগ উঠেছে কি করি ? পামিস্টের কাছে যাব ?
না
তাহলে ?
স্কিন স্প্যাশালিস্টের কাছে যা

হুম...দুই মিলিয়ন বছর পর আপনি মানুষ হবেন ! ....
হাত দেখায় বিশ্বাস করিস ?
কিরকম ?
ফিফটি ফিফটি...
মিললে করি না মিললে করি না
ভাই হাত দেখে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিন না একটু ...
ভবিষ্যৎ নিয়েতো অনেক কিছু বলল ভূত প্রসঙ্গে কিছু বলল না ...
কিঁ জাঁনঁতে চাঁন ?
ওরে বাপরে...এএএএএ!!!? ...

সাক্ষাৎকার (কাল্পনিক) ● কাওসার আহমেদ চৌধুরী

উন্মাদ - কাওসার ভাই কেমন আছেন ?

কাওসার আহমেদ চৌধুরী - ভাল

আচ্ছা কাওসার ভাই অনেক আগে উন্মাদ অফিসে মাঝে মধ্যে আপনার পদ ধূলি পড়ত সেই যে উন্মাদ অফিস যখন ৩২ নম্বর রোডে ছিল। এখন আর আসেন না। তাছাড়া তখন আপনি মাঝে মধ্যে দু একটা কার্টুন এঁকেও পাঠিয়েছেন। প্যারোডিও লিখেছেন। কিন্তু এখন কেন আমাদের ত্যাগ করলেন ?

কা.আ.চৌ- আসলে তোমাদেরকে একটা স্টিকারের আইডিয়া দিয়েছিলাম মনে আছে ? ' ত্যাগের আনন্দ তুলনাহীন '

উন্মাদ - জি জি মনে আছে টয়লেট স্টিকার। খুবই জনপ্রিয় স্টিার ছিল সেটা ।

কা.আ.চৌ- তারপর থেকেই তোমাদের ত্যাগ করেছি

উন্মাদ - আচ্ছা তা না হয় ত্যাগ করলেন। কারণ এখন আপনি অনেক ব্যাস্ত। আচ্ছা বলবেন কি উন্মাদ আসলে ঠিক কোন রাশি ?

কা.আ.চৌ- তোমাদের পত্রিকায় যে হারে রাশি রাশি বানান ভুল থাকে আর পাঠকদের যে চাপে থাক বলে শুনেছি তাতে করেতো মনে হয় উন্মাদ ' চাপরাশি '

উন্মাদ - আচ্ছা কাওসার ভাই আপনিতো মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন । উন্মাদের ভূত-ভবিষ্যৎটা যদি একটু বলে দিতেন একটু ...

কা.আ.চৌ- দেখো উন্মাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই তবে ভুত থাকতে পারে

- যেমন ?

কা.আ.চৌ- যেমন ধর খুব শিগ্রী তোমরা ভুতের কিল খাওয়া শুরু করবে ... আম দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

- বলেন কি ? পাঠকের কিল খেতে আপত্তি নেই কিন্তু ভুতের কিল ?? আচ্ছা বাদ দেন অন্য প্রসঙ্গে যাই। আমরা খবর পেয়েছি আপনি টোকন ঠাকুরের ধারাবাহিক নাটক ' সেন্ট্রাল মেন্টাল হসপিটালে ' অভিনয় করেছেন ?

কা.আ.চৌ- ভুল শুনেছ। আমি অভিনয় করিনি ওখানেও পামিস্ট হিসেবেই একটা সিকোয়েন্সে কাজ করেছি মাত্র। অনুরোধের ঢেকি গিলেছি আরকি!

উন্মাদ - তার মানে আপনি মাঝে মধ্যে ঢেকি গিলেন ?

কা.আ.চৌ- কেন এই যে তোমাদের ইন্টারভূ নামের ঢেকি গিলছি ! আরে দেশের ' দেশ প্রেমিক ' রাজনীতিবিদরা দেশ গিলে ফেলছে আর এতো ঢেকি গেলা...

উন্মাদ - আচ্ছা সামগ্রিক ভাবে আপনার কি মনে হয় আমাদের ভবিষ্যৎ কি ?

কা.আ.চৌ- কেন এখনো টের পাওনি ?

উন্মাদ - কিভাবে টের পাব ?

কা.আ.চৌ- কেন প্রতিদিন অন্ধকারে খাবি খাচ্ছ না ?

উন্মাদ - বুঝতে পেরেছি আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন। আচ্ছা কাওসার ভাই আপনিতো বিখ্যাত গীতিকার ছিলেন। আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। এখন আর গান লিখছেন না কেন ?

কা.আ.চৌ- এখন গানের নামে যে GUNবাজি শুরু হয়েছে তাই বিপদমুক্ত দূরত্ব বজায় রাখছি আরকি।

উন্মাদ - আচ্ছা কাওসার ভাই আপনিতো মানুষের হাত দেখেন। মানুষের দু হাতে পাঁচ পাঁচ দশটা আঙ্গুল আপনার কি মনে দু হাতে আরো বেশি আঙ্গুল থাকলে মানুষের ভাগ্য আরেকটু বেশি খুলতো ?

কা.আ.চৌ- দশটা কেন ? সবার হাতেই এগারটা আঙ্গুল!

উন্মাদ - মানে ?

কা.আ.চৌ- মানে ধর তোমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোই গুনা যাক। তুমি যেহেতু উন্মাদ **কাজেই** উল্টো করে গুনা যাক। ১০...৯...৮...৭...৬... ঠিক আছে?

উন্মাদ - আছে

কা.আ.চৌ- বাম হাতে পাঁচটা আঙুলতো **আছেই কত হল?** ৬ আর ৫ এগার...

উন্মাদ - বাহ দারুনতো। তার মানে **১১টা আঙ্গুল** নিয়েই আমরা আছি তারপরও ভাগ্য খুলছে না ?

কা.আ.চৌ-খুলবে কি করে? ত্রিশ বছরেও **যখন** তোমাদের ব্রেন খোলে নাই তখন ভাগ্য খোলা এত সহজ ?

উন্মাদ - এ্যাঁ ইয়ে... ঠিক আছে ইন্টারভ্যূ দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

কা.আ.চৌ-ধন্যবাদ।